Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান সাদকার গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ডাঃ মাকসুদা আক্তার নিপা

রোলঃ 23090121174

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান সাদকার গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ডাঃ মাকসুদা আক্তার নিপা

রোলঃ 23090121174

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দান সাদকার গুরুত্ব ও ফযীলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ডাঃ মাকসুদা আক্তার নিপা, আইডিঃ 23090121174 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দান সাদকার গুরুত্ব ও ফযীলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ডাঃ মাকসুদা আক্তার নিপা

আইডিঃ 23090121174

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

দান সাদকার প্রকারভেদ: 6

কাফেরদের ছাদকা দেয়া যাবে কি? 7

দানকৃত সম্পদের মালিকানা 9

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্ত: 12

দান শুরু করতে হবে পরিবার থেকে 15

সদাকার প্রতিদান আরো বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার উপায় : 16

দান সাদকা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার একটি উদাহরণ 18

দানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষা 19

নারীদের সদকার নির্দেশ 24

দানে কার্পন্য না করা 26

সাদকার দশটি পুরস্কার 29

দানশীল মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য 31

আল্লাহ যাকে বহুগুনে বাড়িয়ে দেন 33

এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়: 35

দান কি প্রকাশ্যে হবে না গোপনে 39

সদাকার প্রতিদান 41

জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই 45

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দান 46

আল্লাহর পথে ব্যয় 47

প্রিয় বস্তু দান নির্দেশ 49

যার সাধ্য যেমন, দানও হবে তেমন 51

সাহাবায়ে কেরামদের দানের প্রতিযোগিতা 52

সালফে সালেহিনদের দান 53
দান সাদকার উদ্দেশ্য 56
জান মালের বিনিময়ে জান্নাত 58
অন্যান্য প্রাণীর প্রতি দানশীলতা 60
দান-সাদকাকারীর পুরষ্কার 62
রিয়াকারীর দান 65
মানুষের টাকা পয়সা হলো আল্লাহর আমানত 69
দান করতে হবে মৃত্যুর আগে 70
অপচয় ও কৃপণতা পরিত্যাগ 73
উপসংহার 75

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ,যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ,আল্লাহ এক ,তাঁর কোন শরিক নেই । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ,হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসুল। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গের উপর, তাঁর সমস্ত সাহাবা কেরামগণের উপর এবং তাদের ওপর যারা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে , তাঁর দেখানো পথে চলে এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবে। ধন সম্পদ আল্লাহ তাআলার দেয়া উপহার। আর এই উপহার তখনই নেয়ামতে পরিণত হবে ,যখন তা আমরা আল্লাহর দেখানোর পথে এবং আল্লাহর জন্য ব্যয় করবো। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন-

"مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم(সুরা বাকারা -২৬১)"ٌ

অর্থ: "যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে; প্রতিটি শীষে থাকে একশো দানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে প্রতিদান দেন; আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।"

আল্লাহতালা উক্ত আয়াতে দান সাদকাকে শস্যবীজের সাথে তুলনা করে,তার প্রতিদান যে বহুগুণ হয়, সেটা বুঝিয়েছেন।

সদাকা ও শস্য বীজের মধ্যে একাধিক সাদৃশ্য রয়েছে যেমন:

১)উত্তম উপার্জন থেকে যেমন সদকা করা উচিত তেমনি শস্যদানাও উত্তম হওয়া উচিত।

২) সাদকা যেমন উপযুক্ত লোকদের দিতে হয় তেমনি শস্য দানা ও উপযুক্ত ভূমিতে রোপন করতে হয়।

৩)সাদকাকে যেমন রিয়া ও লোক দেখানো এবং লোকের প্রশংসা থেকে মুক্ত রাখতে হয় তেমনি শস্য বীজকেও বন্যা ও জড়ো হাওয়া, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত রাখতে হয়।

৪) সাদকাকে যেমন খোটা এবং কষ্ট দেয়া থেকে মুক্ত রাখতে হয় ,তেমনি ফসলকেও আগাছা এবং কীটপতঙ্গ থেকে মুক্ত রাখতে হয়।

৫) ভালো ফসলের জন্য আমরা যেমন আল্লাহর কাছে দোয়া করি এবং বরকত প্রার্থনা করি। তেমনি সাদকা করার পরেও তা কবুল হওয়ার জন্য এবং অধিক সওয়াবের জন্য দোয়া করতে হয়।

৬) ফসল রোপনের পরে কৃষক যেমন আল্লাহর উপর আশা ও ভরসা রাখে যে,তার পরিশ্রম বৃথা যাবে না। তেমনি সাদকাকারীও সাদকা করার পর আল্লাহর উপর ঈমান রাখে যে আল্লাহ তার দান বৃথা করবেন না।

দান সাদকার প্রকারভেদ:

সাদকাহ দুই প্রকার,যথাঃ-
(১) ফরয সাদকাহ (২) নফল সাদকাহ। নফল সাদকাহকে সাধারণত দান অনুদান বলা হয়।
১) ফরয সদাকাহ বা ফরয দান হলো যেমন- যাকাত-ফেতরা, সদকাতুল ফিতর, মান্নতের জিনিস ইত্যাদি। আর এইগুলো গরীবদেরকেই দিতে হয়। আর নফল সাদকাহ অন্যন্য সাধারণ দান।

(২)নফল সাদকা বা দান যে কাউকে করা যায় বা দেওয়া য়ায়,মুসলিম-অমুসলিম ধনী-গরীব এক্ষেত্রে সবাই সমান,সবাইকে দান করা যায়। তবে ফরজ যাকাত তা শুধুমাত্র গরীব মুসলমানকেই দিতে হবে,অমুসলিমকে যাকাত দিলে যাকাতই আদায় হবে না।
নফল সাদকা যদিও সবাইকে দেওয়া যায়,তথাপি নেককার মুত্তাকি পরহেজগার লোক দেখে দেওয়া উত্তম।
কুরআনুল কারীমে সূরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

انما الصدقت للفقرآء و المسكين و العملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغرمين و فى سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم

“নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।”

কাফেরদের ছাদকা দেয়া যাবে কি?

আয়াতের শেষ অংশে দেখা যায় মুনাফিকরা ও সদকার অংশ পেত।কিন্তু তাদের মনমতো না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উপস্থাপন করত। এখানে যদি সদকার সাধারণ অর্থ নেয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদাকা বুঝায়, তবে কোন প্রশ্ন থাকে না ।কারণ,অমুসলমানদের নফল সদকা দান ইমামগণের ঐক্যমতে জায়েজ এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর যদি সাদকা বলতে ফরজ সদকা তথা যাকাত ও ওরশ ইত্যাদি বুঝানো হয় তবে তা থেকে মুনাফিকদেরও এজন্য দেয়া হতো যে, তারা নিজেদেরকে মুসলমান রূপে প্রকাশ করতো এবং কুফরির কোন প্রকাশ্য প্রমাণ তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে আদেশ করেন যে তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হোক। (মাআরিফুল কুরআন)

ولا يأتون اصلوة الا وهو كسالى

"তারা নামাজে আসে না, কিন্তু আলস্যভরে -" আয়াতে মুনাফিকদের দুটি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাজে আলস্যও দান- খয়রাতে কুণ্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে ,যেন তারা মুনাফিকদের এই দুই প্রকার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাদকা বন্টন করতেন, মুনাফিকরা অপবাদ রটাতে থাকতো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম (নাউজুবিল্লাহ) সম্পদ বন্টনে স্বজন প্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে দিচ্ছেন। তখন আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে ঠিক করে দিয়েছে ।তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন।এবং কারা সদকা পাওয়ার উপযুক্ত তা বলে দিয়েছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম আল্লাহর হুকুম মতেই সদকার বিলিবন্টন করছেন। নিজের খেয়াল-খুশিমতো নয়।

যেয়াদ বিন হারেস ছদরী কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত একটি হাদিসে বলেন, আমি বসা অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জবাব দিলেন:' সদকার ভাগ-বাটোয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্ নবী বা অন্য কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদকার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।(কুতুবী পৃষ্ঠা-১৬৮,খণ্ড-১)

আল্লাহ কুরআন কারীমে সূরা যারিয়াত এর ১৯ আয়াতে বলেছেন-

وَ فِيۡۤ اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الۡمَحۡرُوۡمِ

"অর্থাৎ ধনীদের সম্পদে রয়েছে ফকির বঞ্চিতদের অধিকার।" এতে বলা হয়েছে যে, ধনীদের সম্পদে গরীবের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে; আর তা হলো তাদের অধিকার বা হক।

এ থেকে বোঝা যায় যে ধনীরা যে দান- খয়রাত করে তা তাদের এহসান নয়, বরং এটি গরীবদের হক, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত এ হক আল্লাহ নিজেই নির্দিষ্ট করে

দিয়েছেন। কেউ নিজের খেয়াল খুশি মতো তাদের কম বেশি করতে পারবে না। আল্লাহ নির্দিষ্ট হকের পরিমাণ এবং তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রাসূলের উপর সোপর্দ করেছেন। তিনিও এ কাজটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে ,সাহাবায়ে কেরামকে মৌখিক বলেই যথেষ্ট মনে করেননি এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্মিলিত ফরমান লিখে হযরত ওমর ফারুক ও আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহুকে সোপর্দ করেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের নেসাব এবং প্রত্যেক নেছাবে যাকাতের যে হার তা চিরদিনের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।এতে কোন যুগে বা কোন দেশে কম বেশি বা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।

নির্ভরযোগ্য তথ্য মতে মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যাকাত ফরজ হওয়ার আদেশ নাযিল হয়। তাফসীরে ইবনে কাসসিরে সূরা মুজাম্মিলের আয়াত وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ‘(সুতরাং নামাজ কায়েম করো ও যাকাত আদায় কর)’দ্বারা এটাই প্রমাণ করে কারণ এটা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাযিল হয়। তবে বিভিন্ন হাদিস থেকে পাওয়া যায় ইসলামে শুরুতে যাকাতের বিশেষ নেছাব বা বিশেষ হার নির্ধারণ করা হয়নি।বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকতো তা মুসলমানগণ মুক্ত হস্তে আল্লাহর জন্য দান করে দিতেন। হিজরতের পরে মদিনা শরীফে যাকাতের নেসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর যাকাত আদায়ের সুষ্ঠ নিয়ম নীতি প্রবর্তন করা হয়। কুরআনে সাদকার যে আটটি খাত এসেছে এটা ফরজ । আর হাদিস মতে নফল সদকা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর পরিসর আরো প্রশস্ত।

সুরা তাওবার শেষের দিকের এক আয়াতে বলা হয়েছে-

خذ من أموالهم صدقة

অর্থাৎ “হে রসুল ,আপনি তাদের মালামাল থেকে সদকা আদায় করুন।”উক্ত আয়াত মতে রাসুলের অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারী খলিফা বা আমিরুল মু’মিনীনের উপর যাকাত ও সাদকা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। সহকারি ব্যতীত আমিরের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় । এজন্য যাকাত আদায়কারী বা সেসব সহকারীদের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে তাদের সাদকা করার কথা। অর্থাৎ তাদেরকে সাদকা থেকে অর্থ দেয়া যাবে।সাদকা আদায়কারী কে তার পারিশ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক দিতে হবে। তবে এটা আদায়কৃত যাকাতের অর্ধেকের বেশি দেয়া যাবে না। অর্থাৎ যাকাত অর্থ যদি এত অল্প হয় যে, আদায়কারীর বেতন দিয়ে তার অর্ধেকও বাকি থাকে না,তবে বেতনের হার হ্রাস করতে হবে। অর্ধেকের বেশি বেতন হাতে ব্যয় করা যাবে না। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে,যাকাত তহবিল থেকে আদায়কারীকে যে বেতন দেয়া হয়,তা সাদাকা হিসেবে নয় বরং পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবে দেয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের উপযুক্ত এবং যাকাত

থেকে তাদেরকে দেয়া জায়েজ। আট প্রকারের খাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে, যেখানে স্বয়ং যাকাতের অর্থ পারিশ্রমিকভাবে দেয়া যায়। অথচ যাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা কোন বিনিময় ছাড়াই গরিবদের প্রদান করা হয় ।সুতরাং কোন গরিবকে কাজের বিনিময়ে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না।

দানকৃত সম্পদের মালিকানা

অধিকাংশ ফকিহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে,যাকাতের নির্ধারিত ৮টি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও যাকাত আদায় করার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এসব খাতের কোন হকদারকে যাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিতে হবে। মালিকানা অধিকার ছেড়ে দেয়া ছাড়া যদি কোন মাল তার উপকারের জন্য ব্যয় করা হয়, তারপরেও যাকাত আদায় হবে না। এজন্য চার ইমামসহ অধিকাংশ ফকিরবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের অর্থ মসজিদ মাদ্রাসা কিংবা হাসপাতালে এতিমখানা প্রভৃতি নির্ণয় ব্যয় করা উচিত নয়। যদিও এসব বিষয়ের উপকারিতা সেসব ফকির মিসকিন ও প্রাপ্ত হয় যারা যাকাতের খাত হিসেবে গণ্য। কিন্তু তাদের মালিকানা স্বত্ব এসব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

অবশ্য এতিমখানা গুলোতে যদি মালিকানা স্বত্ব হিসেবে এতিমদের খাওয়া পড়া দেয়া হয়, তবে সে বের অনুপাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।তেমনিভাবে হাসপাতাল সমূহে যেসব ওষুধ অভাবী গরিবদের কে মালিকানা হিসেবে দেয়া হয় তার মূল্য যাকাতের অর্ধে পরিশোধ করা যেতে পারে। কোন মৃত ব্যক্তির দাফন কিংবা তার ঋণ সরাসরি যাকাতের অর্থ দিয়ে দেয়া যাবে না যদি না তাকে মালিক বানানো হয়। তেমনিভাবে যাকাতের অর্থ দিয়ে যদি কোন জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন কূপ নির্মাণ, পুল নির্মাণ কিংবা সড়ক নির্মাণ করা হয়, এতে যদিও গরিবরাও উপকৃত হয়, কিন্তু এতে তাদের মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়ার দ্বারা এতে যাকাত আদায় হবে না।

কোরআন কারীমে বলা হয়েছে- إنما الصدقات للفقراء ‘অর্থাৎ গরীব অভাবগ্রস্থকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।’

তেমনিভাবে মোহরের ক্ষেত্রে‘সাদকা’ শব্দটির ব্যবহৃত হয়েছে,وآتوا النساء صدقاتهن

‘অর্থাৎ স্ত্রীদিগকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও।’আর এ কথা সুস্পষ্ট যে মোহরানা পরিশোধ করা হয়েছে বলে তখনই স্বীকৃত হবে যখন মোহরের উপর স্ত্রীর মালিকানা স্বত্ব হিসেবে দেয়া হবে।(মারিফুল কুরআন)

হাদিস শরীফে এসেছে.....
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,নবী কারীম সাঃ বলেছেনঃ

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«مثل المؤمن، ومثل الايمان، كمثل الفرس في آخيته يجول، ثم يرجع إلى آخيته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الايمان. فأطعموا طعامكم الاتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين» رواه أحمد، بسند جيد، وحسنه السيوطي

মু'মিন এবং ঈমানের পরিচয় হচ্ছে,ঐ ঘোড়ার মত যাকে (ঘাস খাওয়ার জন্য) দড়ি দিয়ে বেধে দেয়া হয়েছিল,কিন্তু সে নির্ধারিত সীমানা থেকে দুরে যাওয়ার জন্য লাফালাফী ও ছুটাছুটি করছে,অতঃপর নিরাশ হয়ে আবার সে নির্ধারিত জায়গায় ফিরে আসছে। মু'মিন বান্দার দৃষ্টান্ত হইল সেই বেধে রাখা ঘোড়ার মত অর্থ্যাৎ সে মাঝে-মধ্যে ভুল করে বসে,অবশেষে আবার সে ঈমানের দিকে ফিরে আসে।সুতরাং তোমরা (এই পাপ মোচনস্বরূপ) নেককার লোকদেরকে আহার করাও।এবং মু'মিনদের সাথে তোমাদের দানকে বিষেশায়িত করো।
উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে,নেককার পরহেজগারদেরকে দান করা উত্তম। তবে নেককার পরহেজগার না হলেও সওয়াবে কোনো কমতি হবে না। যা নিম্নোক্ত হাদিস থেকে বুঝে আসছে।
হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আ'নহু হইতে বর্ণিত আছে যে,

عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم; أنّ رجُلًا تصدّقَ بصدقةٍ فوقعَتْ في يدِ سارقٍ، فأصْبَح الناسُ يَتحدّثون بأنّه تُصُدِّق على سارقٍ، فقال: اللهمّ لك الحمدُ على سارقٍ، لأتصدّقنّ بصدقةٍ، فتَصدّق فوقعتْ في يدِ زانية، فأصبَح الناسُ يتحدّثون: تُصُدِّق على زانية، فقال: اللهمّ لك الحمدُ على زانية، لأتصدّقنّ بصدقةٍ، فخرج بصدقتِه فوضَعَها في يدِ غنيٍّ، فأصبحوا يتحدّثون: تُصُدِّق على غنيٍّ، فقال: اللهمّ لك الحمدُ على غنيٍّ، فقيل: أمّا صَدقتُك فقد قُبِلت، أمّا الزانية فلعلّها تستعفُّ مِن زناها، ولعلّ السارقَ يَستعفُّ عن سرقته، ولعلّ الغنيّ أن يعتبرَ فيُنفق ممّا آتاه الله عزّ وجل،

রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, (বনী ইসরাইলের) এক ব্যক্তি (মনে মনে) বলল,আমি আজ (রাতে গোপনে) ছদকা করব। সুতরাং (রাতে গোপনে সদকার মাল নিয়ে বাহির হলো এবং অজ্ঞাতসারে) এক চোরের হাতে দিয়ে দিল। সকালে লোকজনের মধ্যে আলোচনা হলো যে,(রাতে) চোরকে সদকা দেওয়া হয়েছে। সদকা দানকারী বলল,হে আল্লহ! (চোরকে সদকা দেওয়ার মধ্যেও) আপনার জন্যই প্রশংসা। (কেননা,তার অপেক্ষা আরও বেশি খারাপ মানুষকে যদি দেয়া হতো, তবে আমি কি করতে পারতাম।) অতঃপর সে দৃঢ় সংকল্প করল যে,আজ রাত্রে (ও) অবশ্যই আমি সদকা করব। (কেননা,পূর্বের সদকা তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে) সুতরাং রাত্রে সদকার মাল নিয়ে বাহির হলো এবং (অজ্ঞাতসারে) সদকা একজন ব্যাভিচারিণী মেয়েলোককে দিয়ে দিল। সকালে আলোচনা হলো যে,আজ রাত্রে ব্যাভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেয়া হয়েছে। সে বলল,হে আল্লহ! ব্যাভিচারিণী

মেয়েলোককে সদকা দেওয়ার মধ্যেও আপনার জন্যই প্রশংসা। (কেননা,আমার মাল তো এই উপযুক্তও ছিল না।) অতঃপর (তৃতীয়বার) ইচ্ছা করল যে,আজ রাত্রে অবশ্যই সদকা করবো। অতএব,রাত্রে সদকার মাল নিয়া বাহির হলো এবং তা একজন ধনী ব্যক্তির হাতে দিয়ে দিলো। সকালে আলোচনা হলো যে,রাত্রে একজন ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেয়া হয়েছে। সদকা দানকারী বলল,হে আল্লহ! চোর,ব্যাভিচারিণী মেয়েলোক ও ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়ার উপর আপনারই প্রশংসা। (কেননা,আমার মাল তো এরূপ লোকদের দেয়ার উপযুক্তও ছিল না।) স্বপ্নে বলে দেওয়া হলো যে, (তোমার সদকা কবুল হয়ে গেছে।) তোমার সদকা চোরের উপর এইজন্য করানো হয়েছে যে,হতে পারে সে চুরির অভ্যাস হতে তওবা করে নিবে,ব্যাভিচারিণী মেয়েলোকের উপর এইজন্য যে,হতে পারে সে ব্যাভিচার হতে তওবা করবে (যখন সে দেখবে যে,ব্যাভিচার ছাড়াও আল্লহ তায়া'লা দান করেন,তখন তাহার অনুভুতি আসিবে) আর ধনীর উপর এইজন্য,যাতে সে শিক্ষা লাভ করে (যে,আল্লহ তায়া'লার বান্দারা কিরূপে গোপনে সদকা করে;এই কারণে) হতে পারে সেও ঐ সমস্ত মাল হতে যা আল্লহ তায়া'লা তাকে দান করেছেন,আল্লহ তায়া'লার পথে খরচ করতে আরম্ভ করবে।(মিশকাত-১৬৫)

গরীর গুনাহগার হলে সেও তো আল্লাহর বান্দা,বিধায় কোথাও যদি নেককাররা সবাই ধনী থাকে,সেথায় ধনী নেককার মুসলমান ও গুনাহগার গরীর মুসলমান সবাই সমান,যে কাউকে আপনি দান করতে পারবেন।সওয়াবে কোনো সমস্যা হবে না।এমনকি গরীরকে দেয়াই উচিৎ মনে হচ্ছে।

যেমন হাদিস শরীফে এসেছে,

فرضرسولاللهصلعمزكاةالفطرطهرةللصياموطعمةللمساكين

অর্থ:নবী কারীম সাঃ সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব বা নির্ধারণ করেছেন ,রোজাকে পবিত্র করা ও মিসকিনদের খাদ্য স্বরূপ।

উক্ত হাদিসে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার হেকমত বলা হচ্ছে মিসকিনদের খাবার। মিসকিন সে যে কোনো ধরনেই হোক।

মূলকথাঃ নেককার দেখে সদকাহ করা উত্তম। যদি প্রকাশ্যে কোন গোনাহগার গরীব থাকে এবং টাকা দিলে সে গুনাহে অংশগ্রহন করবে বলে প্রবল আশংকা থাকে। তাহলে এক্ষেত্রে টাকা না নিয়ে খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদি কিনে দেওয়াই উত্তম হবে। অর্থাৎ তার প্রয়োজনকে পূর্ণ করা হবে।

যদি কোনো কিছু কিনে দেয়া সম্ভব না হয়,তবে তাকে টাকাই দেয়া যেতে পারে। হয়তো সে টাকা পেয়ে গোনাহ থেকে ফিরে আসবে।

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্ত:

কুরআন পাকে দান সদকার গুরুত্বপূর্ণ বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা গম বীজের দৃষ্টান্ত এনেছেন। এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব গমের এক দানা থেকে ৭০০ দানা তখনি পেতে পারে,যখন দানাটি হবে উদ্দিষ্ট। কৃষক কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি জানতে হবে, জমি ও সরস হতে হবে। কেননা এই তিনটির কোন একটি বিষয়ের অভাব হলেই,হয় দানা বেকার হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটি দানাও উৎপন্ন হবে না ,কিংবা এক দানা থেকে ৭০০ দানার মতো ফলনশীল হবে না।

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহর পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা। কেননা হাদিসে এসেছে,আল্লাহ তায়ালা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না।

২) যে ব্যয় করবে তাকে ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়তে কিংবা নাম যশ-অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষক সদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সাদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে।

সাদকা গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী:

১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না এবং

২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করা যাবে না যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

যাদের দান করতে হবে

যাদেরকে দান করতে হবে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হল:

১) তারা দরিদ্র হবে

২)احضرها في سبيل الله ‘যারা আল্লাহর পথে এমন ভাবে ব্যাপৃত’। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার সদিচ্ছা তাদের মাঝে রয়েছে । তাদের চেষ্টা আছে, কি করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা যায় ।সীমান্ত রক্ষা ও শত্রুদেরকে প্রতিহত করার মতো মনোবল তাদের আছে। কিন্তু অভাব ও দরিদ্রতা তাদেরকে একাজ থেকে বিরত রেখেছে। এর শ্রেণীর মাঝে গণ্য হবে সেই সকল মুজাহিদও,যাযরা শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকার কারণে ব্যবসা উপার্জন থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

৩)لا يستطيعون ضربا في الأرض ‘দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না’।
অর্থাৎ লোকগুলো এমন যে, সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে অন্যদের মতো সফর করতে পারে না, কোথাও যেতে পারে না। উপার্জনজনিত কর্মব্যস্ততা সর্বদা তাদেরকে এক জায়গায় আটকে রাখে ।
৪)يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ‘যাঞ্ছা না করার কারণে লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে।’অর্থাৎ তারা মানুষের কাছে কিছু চায় না এবং মানুষের সম্পদ হাতানোর ধান্দায় থাকে না, বরং সওয়াল করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ভিক্ষাবৃত্তি করে না, বরং অভাব ও ক্ষুধার উপর ধৈর্যধারণ করে।
অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে মনে করে এরা তো ধনী! অথচ তারা ধনী নয়। তাদের কাছে কোন সম্পদ নেই। তবে তাদের রয়েছে মানসিক উদারতা মনের ধনাঢ্যতা।
৫)تعرفهم بسيماهم। ' তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে ‘অর্থাৎ তাদের চোখে মুখে অভাব ও দারিদ্র্যের আলামত স্পষ্ট থাকে। কিন্তু খুব কম লোকই তা অনুধাবন করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন যে,
হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত ,নবী সাঃ বলেছেন, প্রকৃত মিসকিন সে নয় যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং এক-দু লুকমা অথবা এক দুটি খেজুর পেলে ফিরে যায়; বড় প্রকৃত মিসকিন সেই ব্যক্তি, যার এতোটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটতে পারে এবং তার অবস্থা সেরূপ বুঝা যায় না যে , তাকে দান-খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের মাঝে যাঞ্ছা করে বেড়ায় না।(সহিহ বুখারী ১৪৭৯ সহিহ মুসলিম ১০৩৯)
৬)لا يسألون الناس إلحافا ‘তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাঞ্ছা করে না।’ যদিও এ ধরনের লোকদের জন্য দান চাওয়া জায়েজ এবং তারা সত্যিই দান পাওয়া উপযুক্ত ও অন্যদের থেকে বেশি প্রয়োজনগ্রস্ত ,তবুও তারা চায় না ।কারণ, তারা ভিক্ষার নিচুতা সম্পর্কে জানে। তাই চক্ষু লজ্জায়, সম্মান রক্ষার জন্য তারা চাওয়া থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে। তারা কষ্ট করে, কিন্তু মানুষের সামনে হাত পাতে না। এক
নিঃসন্দেহে এমন মানুষকে দান করা বিরাট সওয়াবের কাজ। তাদের জন্য খরচ করলে অবধারিতভাবে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দিবেন।(সদাকা রবের অফুরান দান)
কারা সাদকা পাবে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোরআন মাজীদে বলেন,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَ الۡمَسٰكِيۡنِ وَ الۡعٰمِلِيۡنَ عَلَيۡهَا وَ الۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوۡبُهُمۡ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الۡغٰرِمِيۡنَ وَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ ابۡنِ السَّبِيۡلِ ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ

নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার

ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী,(সুরা তাওবা:৬০)

এখানে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা এই আটটি খাত নির্ধারিত করেছেন। কারণ তিনি জানেন কোথায় বান্দার উপকার আছে ।আমরা এই খাতগুলো দুইভাগে বিভক্ত করতে পারি।

প্রথম ভাগ. লোকদের উপকার ও প্রয়োজন পূরণের জন্য। যেমন ফকির মিসকিন কে দান। দ্বিতীয় ভাগ.লোকদের দেয়া হচ্ছে আমাদের প্রয়োজনে, ইসলামের জন্য, ব্যক্তি স্বার্থে নয়।যেমন:ফি-সাবিলিল্লাহ,মুআল্লাফাতি কুলুবুহুম ইত্যাদি।

এভাবে সাদকার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ও ইসলামের অনেক প্রয়োজন পূরণ করেন।সাদকা সঠিকভাবে আদায় করলে কোনো মুসলিম ফকীর থাকতো না। এবং সম্পদ মুসলমানদের কাছে থাকতো যা দ্বারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, সীমান্ত রক্ষা করা, দ্বীনের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যেত।

দান শুরু করতে হবে পরিবার থেকে

যদিও দান সাদকায় গরিব, অসহায়, মিসকিন মানুষরাই বেশী হকদার। তবুও দান শুরু করতে হবে পরিবার দিয়ে। অসহায়দের মধ্যেও যারা পরিবারের বা আত্মীয়-স্বজন, তাদের হক আগে। আল্লাহতালা সূরা বাকারার ২১৫ নম্বর আয়াতে বলেছেন-

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۱۵﴾

তারা কি ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে(১)। বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছুই তোমরা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(১) অর্থাৎ আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? এ প্রশ্নে দুটি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই দানের পাত্র কারা? প্রথম অংশে অর্থাৎ কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছেঃ আল্লাহর রাস্তায় তোমরা যাই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে, ‘তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয় স্বজন, ইয়াতিম মিসকীন ও মুসাফিরগণ। আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এরশাদ করা হয়েছে, ‘তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদেরকে ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান পাবে।

তাফসীরে জাকারিয়া

সদাকার প্রতিদান আরো বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার উপায় :

১) সম্পদ হালাল হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ)সুরা বাকারা-২৬৭

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ , তোমরা তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদ থেকে দান করো।"

২) যা আছে তা থেকেই দান করা, অল্প বেশি যাই হোক ।

৩) সুযোগ চলে যাওয়ার আশঙ্কায় দ্রুত দান করা ।

৪) কৃপণতা পরিহার করে উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকে দান করা । কেননা আল্লাহ বলেন:

وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْد

"আর তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা ,তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না, তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও ।জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত।"

সুরা বাকারা -২৬৭

৫) গোপনে সদাকা করা

৬) দান করে বলা বা খোটা দেয়া থেকে দূরে থাকা, কেননা এতে সওয়াব নষ্ট হয়ে যায় ।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ

' যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।'(সুরা বাকারা ২৬৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না। ' (আল বায়ান)(সুরা বাকারা:২৬৪)

৭) সদাকা গ্রহণকারীকে কষ্ট না দেয়া। কেননা আল্লাহ বলেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ

“হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না।”(সুরা বাকারা -২৬৪)

কেননা আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী,তিনি কারো অর্থের মুখাপেক্ষী নন। যে দান করল সে নিজে উপকারের জন্যই ব্যয় করল। সুতরাং দান করার সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এটা কারো প্রতি তার অনুগ্রহ নয়।বরং নিজের উপকারের জন্যই সে ব্যয় করেছে। যদিও দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে অকৃতজ্ঞতা অনুভব করে, তারপরেও আল্লাহর জন্য তাকে ক্ষমা করা দরকার। দান খয়রাতের পর তার অনুগ্রহ প্রকাশ কিংবা গ্রহীতা কে কষ্ট দেয়ার মত কোন কাজ করা হলে তা বাতিল এবং তা না করার শামিল হবে । এ রূপ দানে কোন সওয়াব নেই।

আল্লাহতালা সূরা দুহাতে বলেন-

فأما اليتيم فلا تقهر،وأما السائل فلا توتر

‘সুতরাং তুমি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। আর ভিক্ষুককে তুমি ধমক দিওনা।’

এ আয়তে আল্লাহতালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতিমদের সাথে ভাল ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিমদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। এবং তিনি এতিমদের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার থেকে নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেছেন, “মুসলমানদের সেই গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোন ইয়াতিম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। আর সেই গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন ইয়াতিম রয়েছে কিন্তু তার সাথে অসদ্ব্যবহার করা হয়।”(মাযহারী)

দান সাদকা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার একটি উদাহরণ

দান ও সাদকা হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। আর তা না হলে তা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেন-

ايود احدكم ان تكون لهٗ جنة من نخيل و اعناب تجرى من تحتها الانهر لهٗ فيها من كل الثمرت و اصابه الكبر و لهٗ ذرية ضعفآء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايت لعلكم تتفكرون

“তোমাদের কেউ কি কামনা করে, তার জন্য আঙ্গুর ও খেজুরের এমন একটি বাগান থাকবে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদ-নদী, সেখানে তার জন্য থাকবে সব ধরনের ফল-ফলাদি, আর বার্ধক্য তাকে আক্রান্ত করবে এবং তার জন্য থাকবে দুর্বল সন্তান-সন্ততি। অতঃপর বাগানটিতে আঘাত হানল ঘূর্ণিঝড়, যাতে রয়েছে আগুন, ফলে সেটি জ্বলে গেল? এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।”(সুরা বাকারা -২৬৬)

এক উদাহরণের কয়েকটি শর্ত যোগ করা হয়েছে অর্থাৎ সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক; ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনের কারো বাগান ও শস্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা করতে পারে। কিংবা যার সন্তান সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা ও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পর ও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তা হওয়ার কথা নয়। একটি মাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে-সৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মতো বলিষ্ঠ যুবক ও সৎসন্তান-সন্ততি থাকে; তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশি চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বুঝাও বহন করতে সক্ষম। মোট কথা এ তিনটি শর্তই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে ।অর্থাৎ, সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করল,বাগান তৈরি হয়ে ফলও দিতে লাগলো,এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার সন্তান সন্ততি ও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক ও দুর্বল। এমন অবস্থায় যদি তৈরি বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায় তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই কথা। অর্থাৎ এ পুরো আয়াতের সারমর্ম এই যে, দান ও সদকা

আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি প্রদান শর্ত হচ্ছে ইখলাস।অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে এবং অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে। নাম যশের উদ্দেশ্যে নয়।

দানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষা

মাঝে মাঝে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে, যাদেরকে তিনি ধন সম্পদ দান করেছেন এবং যারা তাদের দরজা বন্ধ করে থাকেন, তাদের কাছে এমন কাউকে পাঠান ,যারা তাদের দরজায় কড়া নাড়ে এবং সাহায্য প্রার্থনা করে। এর মাধ্যমে আল্লাহ এর মাধ্যমে আল্লাহ মূলত তার বান্দাকে তার নিয়ামত সম্পর্কে জানিয়ে দেন।

হাদিসের আলোকে দান সাদকার গুরুত্ব

🕋 ১. সদকা সম্পদ কমায় না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

» حمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال«ٍ

📚 সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৮

“সদকা দেওয়ার মাধ্যমে সম্পদ কখনো কমে না।”

সাদকা কখনো সম্পদ কমায় না। এর মাধ্যমে সম্পদ তার নির্দিষ্ট প্রাপকের কাছে পৌঁছে যায়। এতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হোন।

🕋 ২. সদকা বিপদ দূর করে

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

» حإِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوء«ِ

📚 তিরমিযি, হাদীস: ৬৬৪

“নিশ্চয় সদকা আল্লাহর গজব প্রশমিত করে এবং অমঙ্গলজনক মৃত্যুকে দূর করে।”

বিপদ আপদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আর এই বিপদ আপদ বান্দার দান সাদকার মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। অনেক সময় মানুষের অনেক বড় ধরনের বিপদ আপদ সাদাকার মাধ্যমে দূর হয়ে যায়, এমনকি অমঙ্গলজনক মৃত্যু থেকেও বান্দাকে আল্লাহ রক্ষা করেন সাদকার বদৌলতে।

🕋 ৩. কিয়ামতের দিনে সদকার ছায়া থাকবে

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

» كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«

📑 মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ১৭৩৩৩; তিরমিযি: ৬০৪

“প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে তার সদকার ছায়ায় থাকবে।”

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তখন সাদকা তার দানকারীর জন্য ছায়া হবে। সাদকা দানকারী ব্যক্তি সাদকার ছায়ার নিচে থাকবে।

🕋 ৪. সদকা পাপ নিবারক

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

» وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّار«

📑 তিরমিযি, হাদীস: ২৬১৬

“সদকা পাপকে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।”

দান সাদকা মানুষের অনেক পাপকে দূর করে দেয়। এবং এর মাধ্যমে মানুষ অনেক পাপ থেকে দূরে থাকে এবং অনেক পাপকে মিটিয়ে দেয়। আগুনকে যেভাবে পানি নিভিয়ে ঠান্ডা করে দেয় , তেমনি সাদকা লোকের পাপকে নিভিয়ে দেয়।

🕋 ৫. সদকা গোপনে দেওয়া উত্তম

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُه»

📚 সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৪২৩; সহীহ মুসলিম: ১০৩১

"সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তাঁর আরশের ছায়ায় রাখবেন... তাদের একজন সেই ব্যক্তি, যে এমনভাবে সদকা দেয় যে তার বাঁ হাতও জানে না ডান হাতে কি দান করেছে।"

কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।তখন কেবল ৭ শ্রেণীর মানুষই এই ছায়ার নিচে থাকবে। তার মধ্যে একজন হচ্ছে এমন সাদকা দানকারী, যার বাম হাতও জানে না ডান হাতে কি দান করেছে। অর্থাৎ গোপনে অতি গোপনে সাদকা দানকারী এই ছায়ায় থাকবে।

৬. সাদকা ঈমান প্রমাণ

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« وَالصَّدَقَةُ بُرْهَان»

📚 সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২২৩

"সদকা ঈমানের প্রমাণ।"

সাদকার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তায়ালার একটা পছন্দের কাজ করছে। যে কাজে আল্লাহ খুশি হোন। এতে বান্দার ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায় কেননা এতে বান্দা আল্লাহর একটা আদেশ পালন করছে। আর আল্লাহর আদেশ পালন করা ঈমানের অংশ।

🕋 ৭. সদকার ফল চিরন্তন

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَة...»

📚 সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৬৩১

“মানুষ মারা গেলে তার সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ছাড়া: চলমান সদকা (সদকায়ে জারিয়া), উপকারী জ্ঞান, এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”

সাদকা বান্দার জন্য সাওয়াবের একটা চলমান প্রক্রিয়া। মানুষ মারা যাওয়ার পরে যখন তার সব আমলই বন্ধ হয়ে যায়, তখন তিনটি আমল জারি থাকে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সাদকায়ে জারিয়া। যার মাধ্যমে মানুষের কাছে সাওয়াব পৌঁছাতেই থাকে।

৮. সদকা রিজিক বৃদ্ধি করে

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« حمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، بَلْ تَزِيدُهُ، بَلْ تَزِيدُهُ«ُ

মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ৭৪৬৭

“সদকা সম্পদ কমায় না; বরং তা বৃদ্ধি করে, বৃদ্ধি করে।”

দান সাদকার মাধ্যমে আপাতদৃষ্টিতে সম্পদ কমে যায় মনে হলেও, আসলে সম্পদ কমে না বরং সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কেননা সাদাকার মাধ্যমে সম্পদ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে যায়।

৯. সদকা নরকের আগুন থেকে রক্ষা করে

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« حاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة«ٍ

সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৪১৭; মুসলিম: ১০১৬

“তোমরা নরকের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাও, অর্ধেক খেজুর দান করেও।”

দোযখের আগুনের ভয়াবহতা কুরআন এবং হাদিসের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। আর দানের মাধ্যমে মানুষ এই ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচতে পারে। তাইতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের আগুন থেকে বাঁচার জন্য দান সাদকার আদেশ দিয়েছেন। তা যদি অর্ধেক খেজুর হয় তা দিয়েও বাঁচার চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে।

১০. সদকা গোপন করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« حصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّب«ِّ

সুনান আল-বায়হাকি, হাদীস: ৩/৩৫৬

“গোপনে সদকা আল্লাহর গজব নিভিয়ে দেয় ”
গোপনীয় সাদকা আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। এটি আল্লাহর গজব থেকে পর্যন্ত রক্ষা করে।তাই আমাদের বেশি বেশি গোপনে সাদকা করা উচিত।

নারীদের সদকার নির্দেশ

রাসূল(সা:)মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

تصدقن،يا منتشر النساء،ولو من حليكن

"হে নারী সকল ,তোমরা নিজেদের অলংকার দিয়ে হলেও সদাকা করো ।"
সহিহ্ মুসলিম -১০০০।

তিনি আরো বলেন-
يا منتشر النساء،تصدقن وأكثرن الاستغفار،فإني رأيتكن أكثر أهل النار

"হে নারী জাতি ,তোমরা সদাকা করো এবং বেশি বেশি ইস্তেগফার পাঠ করো ।কেননা আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী রূপে দেখলাম।"
(সহিহ্ মুসলিম-৭৯)

আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئ

কোন স্ত্রীলোক যদি তার ঘর থেকে বিপর্যয় সৃষ্টির **উদ্দেশ্য** ছাড়া খাদ্যদ্রব্য সদাকা করে, তবে এজন্য সে সাওয়াব লাভ করবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামী ও সওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্য জনের সাওয়াবে কোন কমতি হবে না।(সহিহ্ বুখারী ১৪২৫)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে অনুদানের আহবানে সাড়া দেয়ার অনেক চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে । তেমনি একটি ঘটনা ঘটেছে উসরার যুদ্ধের সময়।
উম্মে উম্মে সিনান আল আসলামিয়াহ রাঃ বলেন:
"আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা এর গৃহে রাসুল সাঃ এর সামনে একটি কাপড় বিছানো দেখলাম ।সেখানে রয়েছে বিভিন্ন জীবিকা, সাহায্য অনুদান ।অর্থাৎ মহিলাদের কাছ থেকে আশা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে কাপড়টি ভরপুর হয়েছিল। তারা এসব দিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছিল।" (বই দান সাদাকা খুলে দেয় নাজাতের। নাজাতের দরজা)
নারীদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য বেশি বেশি করে দান-সাদকা করতে হবে। কারণ দান জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দেয়।

দান কখনো শেষ হয় না

আল্লাহ তাআলা বলেন

- مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"তোমাদের কাছে যা আছে, তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তা চিরস্থায়ী। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে, আমি অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের সেরা প্রতিদান দেব।" (সুরা নাহল -৯৬)

- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
- "যে পুরুষ অথবা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করবে, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র ও উত্তম জীবন দান করব এবং তাদের কাজের সেরা প্রতিদান অবশ্যই দেব।"(সুরা নাহল -৯৭)

- আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, "তিনি বলেন, কোন একদিন সাহাবীগণ একটি ছাগল যবেহ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, এর আর কি বাকী আছে? তিনি (আয়িশাহ) বললেন, এর কাঁধের অংশ ছাড়া আর কিছু বাকী নেই (দান করা হয়েছে)। তিনি বললেন, কাঁধ ব্যতীত সবটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে (যা কিছু দান করা হয়েছে তা-ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বাকী রয়েছে)।''সুনানে তিরমিযি -2470

أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا بَقِيَ مِنْهَا " . قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا . قَالَ " بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا "

দানে কার্পন্য না করা

আল্লাহতালা সূরা মুহাম্মদের ৩৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন-

هانتم هؤلآء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم من يبخل و من يبخل فانما يبخل عن نفسهٖ و الله الغنى و انتم الفقرآء و ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ﴿٣٨﴾

তোমরাই তো তারা, তোমাদের আহবান করা হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে। তবে যে কার্পণ্য করছে সে তো নিজের প্রতিই কার্পণ্য করছে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোন কওমকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।(সুরা মুহাম্মদ :৩৮)আল-বায়ান

.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তারা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তারা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে উপস্থিত সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর উরুতে হাত মেরে বললেনঃ সে এবং তার জাতি। যদি সত্য দ্বীন সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌছতে পারে না।) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্যদ্বীন হাসিল করতো এবং তা মেনে চলত। [সহীহ ইবন হিব্বান: ৭১২৩, তিরমিযী: ৩২৬০, ৩২৬১]

এখানে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি কোন সম্প্রদায় আল্লাহর দ্বীন থেকে, রাসূলের সুন্নাত থেকে দূরে সরে যায়, রাসূলের দ্বীনের সাহায্য করতে পিছপা হয়, তবে আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এর স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারা হতে পারে আরব, হতে পারে অনারব, হতে পারে কাছে কিংবা দূরের কোন জাতি। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জাতির মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের জন্য এ খেদমত নিয়েছেন। তারা সবাই পারস্য কিংবা কোন সুনির্দিষ্ট এক জাতি ছিল না।

পারস্যের লোকদের মধ্য থেকে যারা এ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, ইবন মাজাহ, নাসায়ী সহ আরও অনেকে। তারা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী ছিলেন। এ ব্যাপারে শী’আ, রাফেযী, মু'তাযিলা কিংবা খারেজীদের কোন সামান্যতমও খেদমত ছিল না। বরং তাদের মতবাদ খণ্ডন করতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের যে সমস্ত ইমাম পরিশ্রম করেছেন এ আয়াত তাদেরকেও শামিল করে।(তাফসীরে জাকারিয়া)

তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে[1] অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে; যারা কার্পণ্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতি।[2] আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত।[3] যদি তোমরা বিমুখ হও,[4] তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। [5]

[1] অর্থাৎ, কিয়দংশ যাকাত হিসেবে এবং কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় কর।

[2] অর্থাৎ, নিজেকেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখে।

[3] অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যয় করার উৎসাহ এই কারণে দেন না যে, তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী। তা আদৌ নয়। তিনি তো ধনী ও অমুখাপেক্ষী। তিনি তোমাদেরই লাভের জন্য তোমাদেরকে এই নির্দেশ দেন। যাতে প্রথমতঃ তোমাদের নাফসের পবিত্রতা সাধন হয়। দ্বিতীয়তঃ তোমাদেরই অভাবী ভাইদের প্রয়োজন পূরণ হয়। আর তৃতীয়তঃ তোমরা শত্রুদের উপর বিজয়ী ও উন্নত থাক। কাজেই আল্লাহর রহমত ও তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী তোমরাই। তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী নন।

[4] অর্থাৎ, ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন কর।

[5] বরং তোমাদের চেয়েও বেশী আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যশীল এবং আল্লাহর পথে অনেক ব্যয়কারী হবে। নবী করীম (সাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সালমান ফারসী (রাঃ)-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ‘‘এ থেকে লক্ষ্য এই (সালমান) এবং তাঁর গোত্রের লোক। শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি ঈমান ‘সুরাইয়া’ তারকাগুচ্ছের সাথে ঝুলে থাকত, তবুও তা পারস্যের কিছু মানুষ অর্জন করে নিত। (তিরমিযী, আল্লামা আলবানী তাঁর নসিহাতেও উল্লেখ করেছেন) (সূত্র ইন্টারনেট)

রাসূল (সা) কল্যাণ কামনা করে বলেছেন,

ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان :من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله هو،وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام،ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولكن من اوسط أموالكم،فإن الله عز وجل لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها،وزكى نفسه فقال رجل: وما تزكية النفس؟فقال:((أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان((

‘যে কেউ এই তিনটি কাজ করলে ঈমানের সাথে আস্বাদন করতে পারবে। এক, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে ।যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। দুই,যে লোক প্রতিবছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পদের যাকাত আদায় করবে। তবে নিম্নমানের নিকৃষ্ট ও রুগ্নপ্রায় সম্পদ দিয়ে নয়। বরং নিজের সম্পদের মধ্যম স্তরের সম্পদ দিয়ে। আল্লাহতালা কখনো তোমাদের কাছে সর্বোত্তম কামনা করেননি আবার সবচেয়ে খারাপ টা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেননি। তিন, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখবে।’ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল,‘আত্মার

পরিশুদ্ধি কি?' তিনি বললেন, 'এ কথা জানা যে, সে যেখানেই আছে আল্লাহতালা তাকে দেখছে।'(আল- মুজামুল সগির লিত তাবারানি:৫৫৫)

সম্পদ যেহেতু খরচ করতেই হয় ,তাই শয়তান যেন আমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে ।এইজন্য আল্লাহর দেখানো পথে তা ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেন- يايها الذين امنوا انفقوا مما رزقنكم من قبل ان ياتى يوم لا بيع فيه و لا خلة و لا شفاعة و الظلمونالكفرون هم সূরা বাকার(২-254)।

হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিষ্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর, সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন থাকবে না কোন-বেচাকেনা, না কোন বন্ধুত্ব এবং না কোন সুপারিশ। আর কাফিররাই যালিম। আল বায়ান

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বলেন, ,"যদি সম্পদকে পোকামাকড় ও চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে চাও তাহলে সদাকা করো।"(তানবিহুল গাফিলিন:247)

সাদকার ১০টি পুরষ্কার

সাদকার মাঝে দশটি প্রশংসনীয় পুরস্কার রয়েছে ।তার মধ্যে পাঁচটি দুনিয়ার সাথে এবং পাঁচটি আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত।

দুনিয়ার পাঁচটি পুরষ্কার হলো:

১) সম্পদ পবিত্র করা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب،فشوبوه بالصدف

"নিশ্চয়ই বেচাকেনার মধ্যে শপথ ও মিথ্যার মিশ্রণ হয়ে থাকে ।তাই তোমরা এর সাথে সদাকার মিশ্রণ করো।(সুনানে নাসায়ি:৩৭৯৮)

২)সাদকার মধ্যে রয়েছে দৈহিক পবিত্রতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

'তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন এর মাধ্যমে তাদের আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন।'(সুরা তাওবা:১০৩)

৩) বিপদ আপদ ও রোগব্যাধি দূর হয় সাদকার মাধ্যমে। রাসূল সঃ বলেছেন-

داووا مرضاكم بالصدقة

'তোমরা সাদকার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো।'(আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি:৬৫৯৩)

৪) সাদকা হচ্ছে অসহায় মানুষদের অন্তরে আনন্দ জাগানো মাধ্যম।

৫) সাদকার মাধ্যমে রিজিকের প্রশস্ততা হয় এবং সম্পদের বারাকাহ হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وما أنفقتم من شيء فهو يخافون

'তোমরা যা কিছু ব্যয় করো ,তিনি তার বিনিময়ে দেবেন ।'(সুরা সাবা:৩৯)

সাদকার দশটি পুরস্কার

১) হাশরের ময়দানে কঠিন উত্তাপে সাদকার ব্যক্তির ছায়া হবে।

২) ব্যক্তির হিসাব সহজ হবে।

৩) আমলনামা কে ভারী করবে।

৪) পুলসিরাত পার হওয়ার সহজ হবে।

৫) জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

দান মানে কি শুধুই সম্পদ

সাদাকা শুধু সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় সম্পদ ছাড়াও বিভিন্নভাবে সদাকা করা যায়। কারো সাথে হাসিমুখে কথা বলা, ঝগড়া মিটিয়ে দেয়া, ভালো কথা বলা ও সাদকা।রাসুল (সা) বলেন-

لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تلقى أخاك لونه طلق

"সামান্য কোন কল্যাণ কাজকেও ছোট করে দেখো না ,হোক তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ।"(সহিহ্ মুসলিম ২৬২৬)

আবু জার রাযিআল্লাহু থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেন-

আমি বলেছি, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, সর্বোচ্চ সর্বোত্তম আমল কোনটি ? তিনি বললেন ,"আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, "কোন ধরনের গোলাম আজাদ করা উত্তম?"তিনি বললেন ,"সে গোলাম আজাদ করা উত্তম , যে মনিবের কাছে অধিক প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান ।"আমি বললাম, "আমি যদি তা করতে না পারি ?" তিনি বললেন," তাহলে অন্যের কর্মে সাহায্য করবে অথবা কর্মহীনের কাজ করে দিবে।" আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ ,যদি আমি এমন কোন কাজ করতে অক্ষম হই ?তিনি বললেন ,"তোমার মন্দ আচরণ থেকে লোকদের মুক্ত রাখবে ।এ হলো তোমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সদাকা।"(সহিহ মুসলিম -৮৪)

সদাকার বিভিন্ন প্রকার বলতে গিয়ে নবীজী (সা) বলেন -

كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল(সা) বলেছেন যে, মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সাদাকা রয়েছে, প্রতি দিন যাতে সূর্য উদিত হয় দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সাদাকা, কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেয়াও সাদাকা, ভাল কথাও সাদাকা, সালাত আদায়ের উদ্দেশে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সাদাকা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সাদাকা।

(২৭০৭) (মুসলিম ১২/১৭ হাঃ ১০০৯, আহমাদ ৮১৮৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৭৬৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন.

তিনি আরো বলেছেন-

اشفعوا فلتؤجروا،وليقض الله على لسان نبيه ما أحب

"তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো ,তাহলে তোমাদের সওয়াব দেয়া হবে ।আর আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ থেকে এমন ফয়সালা দেবেন ,যা তিনি পছন্দ করেন।"(সহিহ বুখারী:৬০২৭,সহিহ মুসলিম -২৬২৭)

মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়াও বড়ো সদাকা। নবীজি (সা) বলেন-

الا اجركم بأفضل من درجة الصلاة،والصيام،والصدقة؟

قالوا:بلى قال إصلاح ذات البين

'আমি কি তোমাদের সিয়াম, সালাত ও সদাকার চেয়েও উত্তম আমলের কথা বলবো না ?'সাহাবীগণ বললেন ,'অবশ্যই বলুন।' তিনি বললেন ,'পরস্পরের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করে দেওয়া।'(মুসনাদে আহমাদ: ২৭৫০৮,সুনানের আবু দাউদ :৪৯১৯)

সুফইয়ান বিন উয়াইনা(রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো,(السجاء)বা দানশীলতা মানে কী? তিনি বললেন, ভাই বন্ধুদের সাথে সদাচার করা এবং সম্পদে উদারতা দেখানোই(السخاء) বা দানশীলতা।'

হাদিসে আরো আছে-

إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت عليها،حتى اللقمة ترفعها إلى إلى في امرأتك

'যদি তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু খরচ করে থাকো, তবে তার জন্য প্রতিদান পাবে ;এমন কি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়ার লোকমান বিনিময়েও।'(সহিহ ইবনে হিব্বান :৪২৪৯)

এমনকি রাসূল(সা) মানুষকে বস্ত্র দান, মানুষের সতর ঢাকার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করার প্রতিও উৎসাহ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু বলেন, আমি রাসূল(সা) কে বলতে শুনেছি,

من كسا مشاكل ثوبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك

'যেকোনো মুসলিমকে কাপড় পরিধান করাবে ,এটি সুতা ব্যক্তির পরনে থাকা পর্যন্ত দানকারী আল্লাহর আশ্রয় থাকবে ।'(হুনানের তিরমিজি:২৪৮৪)

কথিত আছে ,হাসান (রা) এর পাশ দিয়ে একবার দাস ব্যবসায়ী যাচ্ছিল একটি দাসী নিয়ে। হাসান রাঃ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,' এক বা দুই দিরহামে এটি বিক্রি করতে চাইবে তুমি ?'সে বলল ,'না '।তিনি বললেন ,'তাহলে চিন্তা করো যে ,আল্লাহ তায়ালা সামান্য অর্থ দান এবং এক লোকমা খাবার খাওয়ানোর বিনিময়ে হুরে ইন পর্যন্ত দান করে দেন।'(আল-ইহইয়া:১/২৬৮)

হাসান (রা) বলেন ,‘আমি এমন কিছু মানুষ দেখেছি, ওরা যদি পুরো দুনিয়ার সমপরিমাণও দান করে দেয় ,তবুও ওদের গুনাহের আধিক্যের দারুন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই।’(জামিরুল উলুম ওয়াল হিকাম:২১১)

দানশীল মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর এমন অনেক বান্দা আছেন, যারা সেই মহান দিবসকে ভয় করেন, যেদিন পার্থিব জীবনের কোন কিছুই কারো কোন কাজে আসবে না ।সেইসব মুত্তাকীদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا ﴿٨﴾

তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। আল-বায়ান(সূরা ইনসান:৮)

অর্থাৎ আর তারা মহব্বত থাকা সাপেক্ষে(১) অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে(২) খাবার দান করে(৩),

(১) অর্থাৎ জান্নাতীদের এসব নেয়ামত এ কারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করত। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এখানে حبه এর সর্বনাম দ্বারা طعام বা খাবার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ খাদ্য অত্যন্ত প্রিয় ও আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেরাই খাদ্যের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও নেককার লোকেরা তা অন্যদেরকে খাওয়ান। আবু সুলাইমান আদ-দারানী বলেন, حبه এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা’আলার মহব্বতে এরূপ করে থাকে। পরবর্তী আয়াতাংশ ‘আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের খাওয়াচ্ছি’ এ অর্থকেই সমর্থন করে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে বন্দী বলতে কাফের হোক বা মুসলিম, যুদ্ধবন্দী হোক বা অপরাধের কারণে বন্দী হোক সব রকম বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে খাদ্য দেয়া, মুসলিম কিংবা অমুসলিম, সর্বাবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে-যে তার খাবার সংগ্রহের জন্য নিজে কোন চেষ্টা করতে পারে না- খাবার দেয়া অতি বড় সওয়াবের কাজ। [দেখুন: কুরতুবী]বন্দী অমুসলিম হলেও তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার তাকীদ করা হয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধের কাফের বন্দীদের ব্যাপারে নবী (সাঃ) সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাদের সম্মান কর। তাই সাহাবায়ে কেরাম প্রথমে তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন এবং তাঁরা নিজেরা পরে খেতেন। *(ইবনে কাসীর)* অনুরূপ ক্রীতদাস এবং চাকর-ভৃত্যরাও এরই অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথেও উত্তম ব্যবহার করার তাকীদ করা হয়েছে। নবী (সাঃ)-এর শেষ অসিয়ত এটাই ছিল যে, ‘‘তোমরা

নামায এবং নিজেদের ক্রীতদাস-দাসীদের প্রতি খেয়াল রাখবে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, অসীয়ত অধ্যায়)*

(৩) কোন গরীবকে খেতে দেয়া যদিও বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোন অভাবী মানুষের অন্যান্য অভাব পূরণ করাও একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেয়ার মতই নেক কাজ। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা কয়েদি মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাওয়াও এবং অসুস্থদের সুশ্রুষা কর"। [বুখারী: ৩০৪৬](অনলাইন)

আর যারা এই কাজগুলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যই করে।আল্লাহতালা তাদের এই বৈশিষ্ট্যটি কুরআনে বলেছেন-

اِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ اللّٰهِ لَا نُرِيۡدُ مِنۡكُمۡ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوۡرًا

এবং বলে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।(১)

(১) গরীবদের খাবার দেয়ার সময় মুখে একথা বলতে হবে এমনটা জরুরী নয়। মনে মনেও একথা বলা যেতে পারে। আল্লাহর কাছে মুখে বলার যে মর্যাদা অন্তরে বলারও সে একই মর্যাদা। তবে একথা মুখে বলার উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, যাকে সাহায্য করা হবে তাকে যেন নিশ্চিত করা যায় যে, আমরা তার কাছে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা অথবা বিনিময় চাই না, যাতে সে চিন্তামুক্ত হয়ে খাবার গ্রহণ করতে পারে। [ইবন কাসীর]

তাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দেন-

فَوَقٰٮهُمُ اللّٰهُ شَرَّ الۡيَوۡمِ وَ لَقّٰٮهُمۡ نَضۡرَةً وَّ سُرُوۡرًا ۚ (সুরা ইনসান-১১)

পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে প্রদান করবেন হাস্যোজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা।(১

(১) অর্থাৎ চেহারার সজীবতা ও মনের আনন্দ। অন্য কথায় কিয়ামতের দিনের সমস্ত কঠোরতা ও ভয়াবহতা শুধু কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। নেককার লোকেরা সেদিন কিয়ামতের সব রকম দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবে। একথাটিই অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছেঃ "চরম হতবুদ্ধিকর সে অবস্থা তাদেরকে অস্থির ও বিহবল করবে না। ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের গ্রহণ করবে এবং বলবে এটা তোমাদের সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৩] এ বিষয়টিই আরেক জায়গায় আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার তুলনায় অধিক উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। এসব লোক সেদিনের ভয়াবহতা থেকেও নিরাপদ থাকবে।" [সূরা আন-নামল: ৮৯

আল্লাহ যাকে বহুগুনে বাড়িয়ে দেন

সূরা আনআমের ১৬০ আয়াতে আল্লাহ বলেন-

مَنۡ جَآءَ بِالۡحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشۡرُ اَمۡثَالِهَا ۚ وَ مَنۡ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزٰۤى اِلَّا مِثۡلَهَا وَ هُمۡ لَا يُظۡلَمُوۡنَ

কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে। আর কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তার অনুরূপ প্রতিফলই দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।(১)

(১) এ আয়াতে আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহৃদয় বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, তাকে দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ করবে, তাকে শুধু একটি গোনাহর সমান বদলা দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের শুধু ইচ্ছা করে, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়- ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎকাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকী লেখা হয়। অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্বেও আল্লাহর দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢসংকল্প। [বুখারী: ৬৪৯১; মুসলিম: ১৩১

অপর হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করে, সে দশটি সৎকাজের সওয়াব পায় বরং আরো বেশী পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ করে সে তার শাস্তি এক গোনাহর সমপরিমাণ পায় কিংবা তাও আমি মাফ করে দেব। যে ব্যক্তি পৃথিবী ভর্তি গোনাহ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তার সাথে ততটুকুই ক্ষমার ব্যবহার করব। যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে বা (অর্থাৎ দুই বাহু প্রসারিত) পরিমাণ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে লাফিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৫৩] এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সর্বনিম পরিমাণ। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় তা আরো বেশী দিতে পারেন এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সত্তর গুণ বা সাতশ গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত রয়েছে।(তথ্য অনলাইন

আল্লাহ তাআলা সূরা হাদীদের ১৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন-

اِنَّ الۡمُصَّدِّقِيۡنَ وَ الۡمُصَّدِّقٰتِ وَ اَقۡرَضُوا اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمۡ وَ لَهُمۡ اَجۡرٌ كَرِيۡمٌ ﴿۱۸﴾

“নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম করয দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।” আল-বায়ান

আল্লাহতালা আরো এরশাদ করেন-

مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یُقۡرِضُ اللّٰہَ قَرۡضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَہٗ لَہٗۤ اَضۡعَافًا کَثِیۡرَۃً ؕ وَ اللّٰہُ یَقۡبِضُ وَ یَبۡصُۜطُ ۪ وَ اِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡن

‘কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে। ‘আল-বায়ান(সুরা বাকারা:২৪৫)

আল্লাহ এমন দান কে কর্জে হাসানা বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত মানুষকে দানের প্রতি আগ্রহ করে তুলতে এবং এমন দানের প্রতি উৎসাহ জাগাতেই আল্লাহ এমন নামকরণ করেছেন। যখন দানকারী ব্যক্তি বুঝতে পারবে,তার দান তার কাছে বহু গুণে ফিরে আসবে ।তখন সে দান করতে কোন কণ্ঠাবোধ করবে না ।এবং তার মধ্যে দান করার উচ্চ মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে। যখন সে বুঝতে পারবে তার সম্পদ ব্যবসার মতো লাভে বহুগুনে পরিশোধ করা হবে, তখন সে নিজে দেয় দান করবে। তারপর যখন আরো জানতে পারবে যে দান করার ফলে তার সম্পদ তো বহুগুণী ফিরে পাবেই, সাথে আল্লাহর অনুগ্রহ দয়া ও অগণিত নিয়ামত পাবে।তখন সে কোন কিছুকে দান করা করতে পিছপা হবে না এবং বিলম্ব করবেনা। আর এই কর্জ বা ঋণ তখনই উত্তম হবে যখন এর মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে।

এক,কর্জে হাসানের সম্পদ অবৈধ, হারাম বা নিকৃষ্ট উপায়ে নয়, বরং হালাল উপার্জিত হতে হবে।

দুই, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং আত্মতুষ্টির সহিত দান করতে হবে এবং অন্তরকে সুদৃঢ় রাখতে হবে।

তিন,দান করে খোঁটা বা কষ্ট দেয়া যাবে না।

এখানে দেখা যাচ্ছে, তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়, বিষয়টি দানকারী এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত ।এবং তৃতীয়, বিষয়টি দানকারী এবং দান গ্রহীতার সাথে সম্পর্কিত।

নবী (সা) এরশাদ করেন-

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

‘যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদাকা করবে, আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করবেন। বস্তুত আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন।আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দানকারী কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্বশাবক প্রতিপালন করে থাকে। অবশেষে সেই সাদাকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।’(সহিহ বুখারী:১৪১০)

* এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। সকল প্রকারের ইবাদত উপাসনার মতই নিষ্ঠাবান হয়ে যে কোনো দান প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। এবং তাতে যেন কুপ্রবৃত্তির কোনো প্রকার প্রভাব না থাকে তার খেয়াল রাখা অপরিহার্য।

২। মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন অবৈধ ও হারাম মাল উপার্জন করা হতে নিজেকে রক্ষা করে। কেননা অবৈধ ও হারাম মাল উপার্জন করার মাধ্যমে উপস্থিত হয় মহান আল্লাহর ক্রোধানল এবং মানুষের মানসিক মহারোগ। যেমন মনের মধ্যে প্রবল লোভ বিরাজ করা, কোনো জিনিসকে পাওয়ার জন্য অন্তরে তীব্র বাসনা সৃষ্টি হওয়া, আত্যন্তিক আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা, অতৃপ্ত ও বাসনা অপূর্ণ থাকায় অশান্ত হওয়া, কৃপণতা, কষ্ট, অস্বস্তি এবং অশান্তির অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া।

৩। এই হাদীসটির মধ্যে মহান আল্লাহর পবিত্র ডান হাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে; কেননা ডান হাতের দ্বারাই কল্যাণময় জিনিস সাধারণ ভাবে গ্রহণ করা হয়। পবিত্র কুরআন এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রতি সঠিক ভাবে অন্তরে ঈমান স্থাপন করা অপরিহার্য। এবং তাতে কোনো প্রকার বিকৃত, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান, সাদৃশ্য বর্ণনা বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এবং স্বরূপ নির্ধারণ করা চলবে না।(সূত্রঃ ইন্টারনেট)

অর্থাৎ আমরা যদি খিয়ানত-এর মাল থেকে সাদাকা দেই তা আল্লাহ কবূল করেন না এবং হালাল উপার্জন হতে কৃত সাদাকাই তিনি কবূল করেন।

لِقَوْلِهِ : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيم(ٌ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণীঃ “যে দানের পেছনে ক্লেশ রয়েছে তদাপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর। আল্লাহ মহাসম্পদশালী, পরম সহিষ্ণু।” (আল-বাক্বারাহঃ ২৬৩)

আল্লাহর আরো বলেন

لِقَوْلِهِ : (وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون(َ

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণীঃ ”আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খায়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, সালাত কায়িম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” (আল-বাকারাঃ ২৭৭)

নবীজি সাঃ একবার জিজ্ঞাসা করেন,أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله

তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যার কাছে নিজের সম্পদের চেয়েও ওয়ারিশদের সম্পদ অধিক প্রিয়?'সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু বলেন,হে আল্লাহর রাসূল,আমাদের মাঝে তো এমন কেউ নেই।প্রত্যেকের কাছে তার নিজের সম্পত্তি অধিক প্রিয়।' রাসূল (সা) বললেন, فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر

'তবে মনে রেখো,নিজের সম্পদ সেটুকুই, যা অগ্রে পাঠানো হয়েছে। আর যেটুকু দুনিয়াতে রেখে যাবে,তা ওয়ারিশদের সম্পদ।'(সহিহ বুখারী:৬৪৪২)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یُقۡرِضُ اللّٰہَ قَرۡضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَہٗ لَہٗۤ اَضۡعَافًا کَثِیۡرَۃً ؕ وَ اللّٰہُ یَقۡبِضُ وَ یَبۡصُۜطُ ۪ وَ اِلَیۡہِ ﴿ تُرۡجَعُوۡنَ সূরা বাকার(২৪৫

কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন(১)। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

(১) কর্জ বা ঋণ দান করলে তার বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, যে ব্যক্তি তার উত্তম সম্পদ থেকে খেজুর সমপরিমাণ সদকা করবে, আল্লাহ উত্তম সম্পদ ছাড়া কবুল করেন না, আল্লাহ সে সম্পদ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সদকাকারীর জন্য তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন, যেমনি তোমাদের কেউ তার ঘোড়া শাবককে লালন-পালন করে পাহাড়সম বড় হওয়া পর্যন্ত। [বুখারীঃ ১৪১০] আল্লাহকে ঋণ দেয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তার বান্দাদেরকে ঋণ দেয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দু'বার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সদকা করার সমতুল্য'। [ইবনে মাজাহঃ ২৪৩০] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে। তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে। [বুখারীঃ ২৬০

অতি প্রয়োজনগ্রস্থ মানুষের হাতে দানের টাকা তুলে দেয়ার দ্বারা সাওয়াব বিরাট আকার ধারণ করে । আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেছেন-

فلا التحمل العقبة،وما أدراك ما العقبة،فك رقبة،أو إطعام في يوم ذي مسغبة ،يتيما ذا مقربة،أو مسكينا ذا متربة

অর্থ :সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি। তুমি কি জানো, বন্ধু গিরিপথ কি ? তা হচ্ছে দাস মুক্তি । অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান। এতিম আত্মীয়কে, দারিদ্র-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে।(সূরা বালাদ ১১-১৬)

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন নিরাপত্তার সাথে উঠতে যাওয়ার উপায় হলো,গোলাম আজাদ করা , প্রচন্ড ক্ষুধার সময় খাবার দান করা। কিন্তু প্রশ্ন হলো,কাকে খাবার দান করা হবে?
খাবার দান করতে হবে এমন এতিমকে, যার সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে।খাবার খাওয়াতে হবে এমন মিসকিনকে, যিনি প্রচন্ড দুর্দশাগ্রস্থ ,জমিনের মাটি ছাড়া আর তার কিছুই নেই।নিঃসন্দেহে এগুলো সওয়াব বৃদ্ধির কারণ।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে ,'অভাবী আত্মীয়দের দান করার দ্বারা দু ধরনের সওয়াব হয় ।এক হলো,দানের সওয়াব। আরেক হলো ,আত্মীয়তা রক্ষা করার সওয়াব।'(সহীহ বুখারী -১৪৬৬)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত ,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,(পূর্ববতী উম্মতের মধ্যে)এক ব্যক্তি বলল ,আমি কিছু সদাকা করব । সদাকা নিয়ে বের হয়ে(ভুলে)সে এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিলো। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, চোরকে সদাকা দেয়া হয়েছে !

এতে সে বলল, হে আল্লাহ !সকল প্রশংসা আপনারই ,আমি অবশ্যই সাদাকা করব । সদাকা নিয়ে বের হলে তা এক ব্যভিচারিণীর হাতে গিয়ে হাতে দিলো । সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সদাকা দেয়া হয়েছে । লোকটি বলল ,হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই ,(আমার সদাকা) ব্যভিচারিণীর হাতে পৌঁছল।আমি অবশ্যই সাদাকা করব ।
এরপর সে সদাকা নিয়ে বের হলে কোন এক ধনী ব্যক্তি হাতে দিলো। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ধনী ব্যক্তিকে সদাকা দেয়া হয়েছে ।
লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই । (আমার সদাকা) চোর, ব্যভিচারিণী এবং ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ল!

পরে স্বপ্নযোগে তাকে বলা হলো, তোমার সদাকা চোর পেয়েছে,সম্ভবত সে চুরি করা থেকে বিরত থাকবে। তোমার। সদাকা ব্যভিচারিণী পেয়েছে,সম্ভবত এর জন্য যে ,সে তার ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকবে । আর ধনী ব্যক্তি তোমার সদাকা পেয়েছে,সম্ভবত সেই শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে সদাকা করবে। (সহিহ বুখারী ১৪২১)
হাদিসে বর্ণিত লোকটির নেক নিয়ত ,আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কারণে আল্লাহ তার দান কে কবুল করে নিয়েছিলেন।
সাদকা দানের সময়
কোন কিছুর বীজ বপন করার জন্য উপযুক্ত সময় দরকার ।গ্রীষ্মকালের ফসল যেমন শীতকালে রোপণ করলে হবে না, তেমনি শীতকালের ফসল গ্রীষ্মকালে রোপণ করলে হবে না। সদাকার বিষয়টিও এমন। কিছু কিছু সময় থাকে ,যখন সদাকা করলে তার সওয়াব

বহুগুণে বেড়ে যায়। আবার কিছু কিছু সময় আছে যখন সদকা করলে সওয়াবের পরিমাণ কম হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দান করলে দরিদ্রের খুধাও মেটে না, দানের সওয়াব ও হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

أو إطعام في يوم ذي مسغبة

'অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান'(সূরা বালাদ:১৪)

অর্থাৎ ক্ষুধাপূর্ণ দিনে। তো এ ধরনের দিনে দান করলে সওয়াবের পরিমাণ বেড়ে যায় ।এটা কিয়ামতের দিন 'বন্ধুর গিরিপথ' নিশ্চিন্তে পার হওয়ার কারণ হয়।

দান কি প্রকাশ্যে হবে না গোপনে

দান প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, যদি তা হয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির জন্য তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য সওয়াব দান করবেন।

إن تبدوا الصدقات فنعما هي

তোমরা যদি প্রকাশে দান করো তবে তা ভালো। (সূরা বাকারা-২৭১)

অর্থাৎ এ ধরনের দান কতই-না চমৎকার! যে দান প্রকাশ্যে হয় এ আয়াতে সে দানের প্রশংসা করা হয়েছে। সুতরাং কেউ প্রকাশ্যে সে দান করলেই তার দান বাতিল হয়ে গেছে বলা যাবেনা। কেননা হতে পারে এ ধরনের কথার দ্বারা সে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্যে দান করা থেকে বিরত থাকবে। সেই গোপনে দান করা উপযুক্ত সময় খুঁজতে খুঁজতে সুযোগ চলে যাবে। তার মনে দানের আগ্রহ আর থাকবে না। সুতরাং প্রকাশ্যেদানের সুযোগ এলে বিলম্ব করা যাবে না। সাহাবাদের আমল এরূপই ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لحم

'আর যদি তা গোপন করো এবং অভাবগ্রস্তকে দান করো তা তোমাদের জন্য আরও ভালো।' একাংশে বলা হয়েছে প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করা বেশি উত্তম ও কল্যাণকর। লক্ষ্য করে দেখুন! আয়াতে শুধু দরিদ্রদেরকে দান করার সময় গোপনে দান করার করতে বলা হয়েছে, যে-কোনো দানের ক্ষেত্রে নয়। সাধারণভাবে বলিনি যে, যদি গোপনে দান করো তাহলে তা তোমাদের জন্য আরো ভালো। কেননা কিছু দান রয়েছে যা গোপনে হয় না। যেমন: সৈন্যবাহিনীকে সরঞ্জাম কিনে দেয়া, সেতু নির্মাণ, নদী ও খাল খনন ইত্যাদি।

গরিবকে গোপনে দান এর মধ্যে বেশ উপকারিতা রয়েছে। যেমন: গরিবকে গোপন রাখা হয়। সবার সামনে তাকে লজ্জিত হতে হয় না। মানুষ দেখে না যে, এই লোকের হাত হলো গ্রহণকারীর হাত। তার কিছু নেই বলে মানুষের করুনার পাত্র হতে হয় না। গোপনে দানের এই হল অতিরিক্ত লাভ।

আর মৌলিক লাভ তো রয়েছেই যে, দানের মাধ্যমে একজনের উপকার করা হলো। গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে দাতার ইখলাস বজায় থাকলো। তার মধ্যে রিয়া ও প্রশংসা পাওয়ার কামনা থাকলো না ।তো দরিদ্রকে গোপনে দান করা জনসম্মুখে দান করার চেয়ে উত্তম। রাসূল (সা)গোপন দানকে উৎসাহিত করেছেন করেছেন সেই সাথে খবর দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন যে সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহর আরশের ছায়া নিচে জায়গা পাবে ,গোপনে দানকারী হলো তাদের একজন। এ কারণে গোপনে দানকে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণকর বলে অভিহিত করেছেন ।বলেছেন যে, এ ধরনের দানের দ্বারা গুনাহ মোচন হয়। গোপনে দান করা হলেও আল্লাহর কাছে তা গোপন থাকে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম হিসেবে বলা হয়। যেখানে একজনকে দান করতে দেখে অন্যরাও দানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একজনের দান যদি বাকিদেরকে দানে অনুপ্রাণিত করে তাহলে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন:

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يكونون

যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে,গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে ,তাদের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না ।(সূরা বাকারা:২৭৪)

একবার মুযার গোত্রের কিছু লোক রাসুল সাঃ এর এর নিকট এলো ।রাসূল (সা)তাদের মাঝে অভাব ও দরিদ্রতা দেখতে পেয়ে সাহাবায়ে কেরামের সামনে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে তাদেরকে দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন । তখন এক আনসার সাহাবী এক থলে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এলো। থলেটি এত ভারী ছিল যে বহন করতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তার দেখা দেখি সব লোক ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে এনে জড়ো করতে শুরু করল। এক সময় দেখা গেল যে খাদ্য ও বস্ত্রের দুটি স্তূপ জমে গেছে। এটা দেখিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি বললেন যে:

من سن في الإسلام سنة حسنة،فله اجرها،واجر من عمل بها بعده

যে কেউ দ্বীন ইসলামে উত্তম কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে (যা শরীয়ত সম্মত)তার জন্য সে সওয়াব পাবে এবং তারপরে যারা এ পদ্ধতির অনুসরণ করবে তার সওয়াবও সে পাবে।(সহিহ মুসলিম -১০১৭)

সদাকার প্রতিদান

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, নবী (সা)বলেন, একদা এক ব্যক্তি কোন এক জঙ্গলে ভ্রমণ করছিলেন। এমনতাবস্থায় হঠাৎ মেঘখন্ড থেকে তিনি এ আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও । সঙ্গে সঙ্গে ওই মেঘ খন্ডটি একদিকে যেতে লাগলো। অতঃপর এক প্রস্থ পূর্ণ ভূমিতে বারিপাত করল। ওই স্থানের নালা সমূহের একটি নালা ওই পানিতে সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তখন সে লোকটি পানির অনুসরণ করে চলল। যেতে যেতে এসে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল তার বাগানের দণ্ডায়মান অবস্থায় কোদাল দিয়ে পানি ফেরাচ্ছে ।এটা দেখে সে তাকে বলল ,হে আল্লাহর বান্দা!তোমার নাম কি? সে বলল ,আমার নাম অমুক।যা সে মেঘখন্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিল। অতঃপর বাগানের মালিক তাকে প্রশ্ন করল ,হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করলে কেন? সে বলল, যে মেঘের এই পানি, এর মাঝে আমি এর আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলেছে যে ,অমুকের বাগানে পানি দাও ।

অতঃপর বলল, তুমি এ (বাগানের ব্যাপারে)কি আমল করো? মালিক বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞাসা করেছো(তাই বলছি), আমি এ বাগানের উৎপাদিত ফসলের প্রতি লক্ষ্য করি। অতঃপর এর এক-তৃতীয়াংশ সাদকা করি,এক-তৃতীয়াংশ আমি এবং আমার পরিবার পরিজন আহার করি এবং এক-তৃতীয়াংশ চাষাবাদ ও বাগানের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করি।(সহিহ মুসলিম ২৯৮৪)

সালিম বিন আবুল জাদ (রা) বলেন,'এক মহিলা ছোট বাচ্চাকে নিয়ে বাইরে বের হয়েছিল। হঠাৎ নেকড়ে এসে তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সাথে সাথে মহিলা নেকড়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছুটে চলল। তার সাথে একটি শুকনো রুটি ও ছিল। পথিমধ্যে এক ভিক্ষুক তার কাছে রুটি চেয়ে বসলে তিনি দান করে দেন। কিছুক্ষণ পর নেকড়ে তার বাচ্চাকে নিয়ে এসে তাকে ফিরিয়ে দিল ।তখন কেউ যেন আওয়াজ করে বলল,'"এটি হচ্ছে একটি লোকমার বিনিময়ে আরেকটি লোকমা।'"(তানবিহুল গাফিলিন:৫২১)

কোন কাজ যদি আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করি, আর আল্লাহ যদি সেই কাজ পছন্দ করেন, তাহলে অনেক সময় তার প্রতিদান সাথে সাথে পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা আরোও বলেন:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজদেরকে সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে পড়েছে প্রবল বৃষ্টি। ফলে তা দ্বিগুণ ফল-

ফলাদি উৎপন্ন করেছে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টি (যথেষ্ট)। আর আল্লাহ তোমরা যা আমল কর, সে ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।"(সুরা বাকারা:২৬৫)

উপরোক্ত আয়াতে স্থির মনে ,সৎ নিয়তে এবং একমাত্র আল্লাহতালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, ইখলাসের সাথে দান করলে তার ফল যে দ্বিগুণ হয় সেটা বলা হয়েছে।দান যত অল্পই হোক, তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হলে সওয়াব দিগুন বেড়ে যায়।

হাদিসে এসেছে:

সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযি থেকে বর্ণিত, রাসূল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,'তুমি আল্লাহর নিকট্য লাভের উদ্দেশে যাই করো না কেন তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিন্ত রূপে প্রদান করা হবে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও তাও,তারও।'(সহিহ বুখারী ৫৬,সহিহ মুসলিম ১০০২)

দান করার সময় অবশ্যই মনে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নিশ্চিন্ত রূপে আল্লাহ এর প্রতিদান আমাকে দিবেন। আর দান করতে হবে উদার মনে, আল্লাহ নির্দেশিত পথে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

والله بما تعملون بصير

'তোমরা যা করো আল্লাহ সবকিছু দেখেন।'(সূরা আলে ইমরান:১৫৬)

আমরা যা কিছুই করি না কেন সবকিছু আল্লাহ দেখেন। এবং সবকিছুই লিপিবদ্ধ করা আছে। আর আমরা যাই করি না কেন ,আল্লাহ তা আমাদের জানিয়ে দিবেন।

যাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ নয়, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং লোক দেখানোর জন্য দান করে। তাদের পরিণাম হাদিসে বর্ণিত আছে,

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ . فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّار" . ِ

''তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা সচ্ছলতা এবং সর্ববিধ বিত্ত-বৈভব দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিআমাতসমূহের কথা তাকে বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (এবং স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এসব নি'আমাতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছো? জবাবে সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোন খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর, আমি সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছে। তুমি বরং এ জন্যে তা করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে অভিহিত করে। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (সহিহ মুসলিম ১৯০৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَ اللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ

‘যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।’(সুরা বাকারা-২৬৩)

দানের পর মানুষকে কষ্ট দেয়া খুবই খারাপ কাজ। এমন দান করার চেয়ে না করাই ভালো। তার থেকে উত্তম মানুষের সাথে ভালো কথা বলা এবং মানুষকে ক্ষমা করা ।মহান আল্লাহ তা'আলা তো অভাবমুক্ত, তাঁর কোন মানুষের সাহায্যের দরকার নেই। তিনি সবকিছু দেখেন এবং তিনি সহনশীল।

আল্লাহ তায়ালা সহনশীল তাই তিনি এই খোঁটা দেয়ার শাস্তি সাথে সাথে দেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না।(সুরা বাকারা ২৬৪)

আবু যর রাঃ থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , তিন ব্যক্তির সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে(দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন না,তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনা দায়ক শাস্তি। রাসূল সাঃ এই কথা তিনবার বললেন।

আবু যর(রাযি)বললেন তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা কারা হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন,যে কাপড় পায়ের গেটের নিচে ঝুলিয়ে পড়ে, দান করে যে লোককে বলে বেড়ায় এবং যে মিথ্যা কসম খেয়ে যে পণ্য বিক্রি করে।(সহিহ মুসলিম- ১০৬)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন

ولا تمنن تستكثر

‘অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না’(সুরা মুদ্দাসসির 06)

দান করলে বেশি পাওয়া যাবে এই ভেবে দান করা যাবে না।অর্থাৎ অধিক প্রতিদানের প্রত্যাশায় দান করা যাবে না। দান করতে হবে আল্লাহর জন্য আর আল্লাহই তার প্রতিদান দিবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ مَآ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ رِّبًا لِّيَرۡبُوَا۟ فِىۡۤ اَمۡوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرۡبُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ‌ ۚ وَ مَآ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ زَكٰوةٍ تُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ

আর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও তা-ই বৃদ্ধি পায়) সুতরাং তারাই সমৃদ্ধশালী।' সুরা রূম:৩৯

সুদ দেয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে আপাতদৃষ্টিতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় বলে, মানুষ মনে করে সুদে সম্পদ বাড়ে কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে সুদ ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। বরং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত দান করে তাদেরই সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তারাই সম্পদশালী ও সমৃদ্ধশালী হয়।

আল্লাহ আরো বলেন

وَ مَآ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ فَهُوَ يُخۡلِفُهٗ‌ ۚ وَ هُوَ خَيۡرُ الرّٰزِقِيۡنَ

আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন(১) এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।(সুরা সাবা:39

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতিদিন ভোরে দু'জন ফেরেশতা নাযিল হয়। তাদের একজন এ দোআ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ, আপনি ব্যয়কারীকে প্রতিফল দিন। আরেকজন দোআ করে যে, হে আল্লাহ, যে ব্যয় করে না তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন' [বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ১০১০]

তাফসীরে জাকারিয়া

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেছেন

ان الذين امنوا و عملوا الصلحت انا لا نضيع اجر من احسن عملا

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, নিশ্চয় আমি এমন কারো প্রতিদান নষ্ট করব না, যে সুকর্ম করেছে।(সুরা কাহফ:30) আল-বায়ান

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং যারা সৎ কাজ করে, তারাই সৎকর্মশীল। আর আল্লাহ কখনো সৎকর্মশীদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।

জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন এবং সাহায্য করেন। আর যারা জালিম তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। আল্লাহ তায়ালা সুরা বাকারার ২৭০ নম্বর আয়াতে বলেছেন-

وَ مَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ نَّفَقَةٍ اَوۡ نَذَرۡتُمۡ مِّنۡ نَّذۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ﴿۲۷۰﴾

আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর(১) অথবা যা কিছু তোমরা মানত(২) কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

(১) 'যা কিছু তোমরা ব্যয় কর' বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণতঃ আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহর কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করা হয়েছে, অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

(২) 'মানত' শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে। মানত বলতে বুঝায় কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোন কাজ করার শর্ত করা। যেমন, যদি আমার সন্তান হয় তাহলে আমি হজ করব বা যদি আমার ব্যবসায় সাফল্য আসে তবে আমি এত টাকা দান করব ইত্যাদি। মূলতঃ মানত পূরণ করা ইবাদাত। কিন্তু মানত করা ইবাদাত নয়। মানত করার ব্যাপারে শরীআত কাউকে উৎসাহ দেয়নি। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানত কারো জন্য ভাল কিছু নিয়ে আসে না বরং মানত কৃপণের সম্পদ থেকে কিছু বের করে। [বুখারীঃ ৬৬০৮, ৬৬৯২ ৬৬৯৩]

তাই মানত করার চেয়ে যে ইবাদাতের মানত করার ইচ্ছা করেছে, মানত না করে সে ইবাদাত পালন করে তার অসীলায় দোআ করাই শরীআত নির্দেশিত সঠিক পন্থা। এজন্য শরীআতে মানত করা থেকে নিষেধ এসেছে। কিন্তু যদি কেউ মানত করে, তারপর যদি কাজটা সৎকাজ হয় তবে তা পূরণ করা ওয়াজিব। আর যদি অসৎকাজ হয় তাহলে তা পূরণ করা যাবে না। যেমন, কেউ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হজ করার মানত করলে তাকে হজ করে মানত পূরণ করতে হবে। কিন্তু যদি কেউ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মাযারে বা পীরকে কিছু দেয়ার মানত করলে তা পূরণ করা জায়েয হবে না। কেননা, তা শির্ক।(তাফসীরে জাকারিয়া)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দান

আল্লাহর রাসূল (সা)দান- সদকা করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যা দেখে মানবহৃদয় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।
আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু বলেন,"রাসুল সাঃ এর কাছে ইসলাম গ্রহণের পর কেউ কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তারা দান করতেন। একবার এক লোক ছাগল চাইলো। তিনি এত বেশি ছাগল দিলেন যে, দুই পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর লোকটি তার গোত্রের কাছে গিয়ে বললেন । হে আমার সম্প্রদায়!তোমরা ইসলাম কবুল করো। নিশ্চয়ই মোহাম্মদ এমন ভাবে দান করেন,যেন দারিদ্র্যের ভয়ই করেন না।"(সহিহ মুসলিম:২৩১২)
এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি সং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অবস্থান করার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে । আল্লাহর রাসূল(সা) ঘোষণা করেন -

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ". وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

'আমি ও ইয়াতীমের দেখাশুনাকারী জান্নাতে এভাবে (একত্রে) থাকব। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় মিলিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন।'(সহিহ বুখারি:৬০০৫)
সাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট একখানা বুরদাহ নিয়ে এলেন, যার সাথে ঝালর যুক্ত ছিল। সাহল (রাঃ) বললেন, তোমরা জান, বুরদাহ কী? তারা বলল,' চাদর।' সাহল (রাঃ) বললেন, ঠিকই। মহিলা বললেন, "চাদরখানি আমি নিজ হস্তে বয়ন করেছি এবং তা আপনার পরিধানের জন্য নিয়ে এসেছি।"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। অতঃপর তিনি তা ইযার হিসেবে পরিধান করে আমাদের সম্মুখে আসলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, "বাহ! কত সুন্দর! আমাকে এটি পরিধানের জন্য দান করুন।" সাহাবীগণ বললেন, তুমি ভাল করনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তাঁর প্রয়োজনে পরিধান করেছেন; তবুও তুমি তা চেয়ে বসলে। অথচ তুমি জান যে, তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। ঐ ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা পরিধানের উদ্দেশে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন তা দিয়ে আমার কাফন হয়।'সাহল (রাঃ) বললেন, অবশেষে তা তাঁর কাফনই হয়েছিল।(সহিহ বুখারী:১২৭৭)

আল্লাহর পথে ব্যয়

দান শুধু দরিদ্র- অসহায়, অভাবি ,ইয়াতিমদের, আত্মীয়দের ,পাড়া প্রতিবেশী মানুষদের খাওয়ান বা দান করার মধ্যেই শেষ নয়। আল্লাহর পথে ব্যয় করাও এক প্রকার দান। আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমের সূরা বাকারার ১৯৫ আয়াতে বলেছেন-

وَ اَنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ لَا تُلۡقُوۡا بِاَیۡدِیۡکُمۡ اِلَی التَّہۡلُکَۃِ ۛۚ وَ اَحۡسِنُوۡا ۛۚ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۱۹۵﴾

আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করা(১) এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না(২)। আর তোমরা ইহসান কর(৩), নিশ্চয় আল্লাহ মুহসীনদের ভালবাসেন।

(১) এই আয়াত থেকে ফোকাহশাস্ত্রবিদ আলেমগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলিমদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমনকিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় কিংবা সেগুলোর জন্য কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কিছুই ফরয নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত। [মা'আরিফুল কুরআন

২) এ আয়াতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো যে, ‘ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা’ বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ১. আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদ কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি নাযিল হল। [আবু দাউদ: ২৫১২, তিরমিযী: ২৯৭২] এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ‘ধ্বংসের দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে’’।

এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলিমদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সে জন্যই আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু, কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুজাহিদ ও যাহহাক রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমূখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। ২. বারা ইবনে আযেব ও নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, পাপের কারণে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। [মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ৬/৩১৭] এ জন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া

হারাম। ইমাম জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরোক্ত দুটি অর্থই এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৩) এ বাক্যে প্রত্যেক কাজই সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কুরআন ইহসান শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। ইহসান দুরকমঃ (১) ইবাদাতে ইহসান ও (২) দৈনন্দিন কাজকর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহসান। ইবাদাতের ইহসান সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাদীসে জিবরীল'-এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে ইবাদাত কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। [মুসলিমঃ ৮] এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে ইহসানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত মুসনাদে আহমাদের এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যেও তা পছন্দ করো। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর না, অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করবে না'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৪৭তাফসিরে জাকারিয়া]

প্রিয় বস্তু দান নির্দেশ

সূরা আলে ইমরানের-92 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم ﴿٩٢﴾

তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বলেন ,আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা মদিনার সর্বাধিক সম্পদের অধিকারী একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর প্রিয় সম্পদ ছিল বাইরুহা(بيرحاء) নামক একটি বাগান। সেটি ছিল মসজিদে নববীর পাশেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে যেতেন এবং সেখানকার সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বলেন,যখন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা কুরআনের এই আয়াত শুনতে পান ' কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।'তখন তিনি আল্লাহর রাসূলকে বলেন,'ইয়া রাসুলুল্লাহ,' আল্লাহতালা তো বলেছেন, নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ব্যয় করার আগ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করা যাবে না। আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ তো হচ্ছে বাইরুহা।আমি তা আল্লাহর জন্য সাদাকা করে দিলাম।আমি এর বিনিময়ে কল্যাণ লাভ করতে চাই এবং আল্লাহর কাছে জমা রাখতে চাই। হে আল্লাহর রাসূল,আপনি তা গ্রহণ করুন;যাতে আমি আল্লাহকে দেখাতে পারি।' তারপর নবীজি সাঃ বললেন -

بخ،ذلك مال رابح،ذلك مال رابح،وقد سمعت، وأنا أرى أن تجعلها في الاقربين

"এটাতো অনেক লাভজনক সম্পদ।এটা তো অনেক লাভজনক সম্পদ ।আমি শুনেছি। আর আমি চাই, তুমি এটি তোমার আত্মীয়দের মাঝে ব্যয় করো।"এবার আবু তালহা রাদি আল্লাহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ,আমি তাই করব।' তারপর আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা নিজের কাছে আত্মীয় ও চাচাতো ভাই-বোনদের মাঝে তা বন্টন করে দেন।'(মুসনাদে আহমদ:১২৪৩৮)

শুধু ফকির-মিসকিনকে দিলেই পুর্ণ্য হয় না। পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য সওয়াবের কাজ।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা তাঁর আরোহণের প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হন এবং আরয করেন: আমার সম্পত্তির মধ্যে এটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।একে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে চাই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘোড়াটি গ্রহণ করে তারই পুত্র ওসমানকে দান করলেন। দান করা বস্তু সগৃহে ফিরে যেতে দেখে জায়েদ

ইবনে- হারিসা কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন:তোমার দান গৃহীত হয়েছে। (তাফসীরে-মাযহারী,ইবনে জাবীর,তিবরানী)

যারা সম্পদকে ভালোবেসে সম্পদ দানে কার্পণ্য করে, তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা)বলেছেন

ما نقصت صدقة من مال،وما زاد الله عبدا بعفو،الا عزا،وما تواضع أحد لله الا رفعه الله

সাদকা কখনো সম্পদে হ্রাস করে না, আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দাকে ক্ষমা করলে তার ইজ্জত- সম্মান বৃদ্ধি করেন, কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হইলে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন।(সহিহ মুসলিম:২৫৮৮)

নবীজি আরও বলেন-

قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك

"আল্লাহ তাআলা বলেছেন,'হে আদম সন্তান, তোমরা ব্যয় করো,তাহলে আমিও তোমাদের জন্য ব্যয় করবো।" (সহিহ বুখারী:৫৩৫২)

কারো হৃদয়ে কৃপণতা প্রবেশ করার সাথে সাথেই সে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য বা অন্যান্য মানুষের জন্য খরচ করার বা দান করার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে সব সময় কৃপণতা থেকে মুক্তির প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন-

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

'হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি।'(সহিহ বুখারী -২৮৯৩)

দানকারীর জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

যারা দান করে তাদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে।ফলে আল্লাহ তাদের ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দেয়।আর যারা সম্পদ দান না করে আঁকড়ে ধরে রাখে, তাদের জন্য ফেরেশতারা সম্পদ ধ্বংসের দোয়া করেন। তা হাদিসে এসেছে-

مَامِنْيَوْمٍيُصْبِحُالْعِبَادُفِيهِإِلاّمَلَكَانِيَنْزِلاَنِفَيَقُولُأَحَدُهُمَااللّهُمّأَعْطِمُنْفِقًاخَلَفًاوَيَقُولُالآخَرُاللّهُمّأَعْطِمُمْسِكًاتَلَفًا.

"প্রতিদিনই দুজন ফেরেশতা নেমে আসেন। তাদের একজন দোয়া করেন- আল্লাহ! যে দান করে তাকে আপনি আরও দিন। অপরজন দুআ করেন- আল্লাহ! যে ধনসম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখে,তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন।" (সহীহ বুখারী,হাদীস ১৪৪২)

যার সাধ্য যেমন, দানও হবে তেমন

আল্লাহ তায়ালা যাকে যেমন সম্পদ দিয়েছেন,তা থেকেই দান করতে হবে। সম্পদ যদি অল্প হয়, তাও তা থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা উচিত। অল্প থাকা সত্ত্বেও যারা দান করে, আল্লাহতালা তাদেরকে বেশি পছন্দ। কেননা আল্লাহ তাআলা মানুষের দান নয়, নিয়ত দেখেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত ,তিনি রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞাসা করেছেন,'কোন সাদকা সর্বাধিক উত্তম?'রাসুল(সা)বললেন,(جهد المقل،وابدأ بمن تعمل)'অল্প থাকা সত্ত্বেও দান করা এবং পরিবারের লোকদের দিয়েই শুরু করা।'(সুনানে আবু দাউদ:১৬৭৭)

একবার রাসূল (সা) বলেছেন,' এক দিরহাম লক্ষ দিরহামকেও ছাড়িয়ে যায়।' একথা শুনে এক সাহাবী বললেন :হে আল্লাহ রাসুল, এটা কিভাবে সম্ভব? তিনি বললেন:

رجل له مال كثير اخذ من عرضه مائة ألف،فتصدق بها،ورجل ليس له الا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به

''এক ব্যক্তির অঢেল সম্পদ রয়েছে।তার মধ্য থেকে সে এক দিরহাম দান করেছে।আরেক ব্যক্তির মাত্র ২ দিরহাম রয়েছে। সেখান থেকে সে একটি দিরহাম দান করে দিয়েছে।''(সুনানের নাসায়ি:২৫২৭)

অর্থাৎ বেশি সম্পদ থেকে কম বা বেশী দান করার চেয়ে, অল্প সম্পদ থেকে অল্প দান করা বেশি সওয়াবের হয়।

সাহাবায়ে কেরামদের দানের প্রতিযোগিতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা সব সময় কল্যাণকর কাজে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতেন। এমনি একটি ঘটনা ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা থেকে বর্ণিত,'একবার রাসুল সাঃ আমাদেরকে সদকা করা নির্দেশ দিলেন।আর আমি ভাবলাম যদি কোনদিন আবু বকরকে ছাড়িয়ে যেতে আমি চাই ,তবে আজকেই সেই দিনটি এসেছে। তারপর আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে হাজির হলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ," তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো?" আমি বললাম ,'এর সমপরিমাণ সম্পদ রেখে এসেছি।' আর এদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাঁর সম্পদের সবটুকুই নিয়ে এসেছেন।রাসূল (সা)তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,"তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো?" তিনি বললেন ,'তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে রেখে এসেছি।' আমি বললাম, আমি কোনদিন কোনো কিছুতে আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবো না।(সুনানের আবু দাউদ:১৬৭৮)

ইবনে উমর (রা) কাছে তার সম্পদের কোন কিছু ভালো লাগলেই, তিনি তা দান করতেন । তিনি মূলত আল্লাহর তালার নির্দেশ পালনের জন্যই এই কাজটি করতেন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

إن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

কিছুতেই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না ,যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু বস্তু থেকে ব্যয় না করো,আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন।(সুরা ইমরান ৯৩

উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা ছিলেন অনেক ধনী মানুষ। উমর রাদিয়াল্লাহু এর শাসনামলে একবার দুর্ভিক্ষের অবস্থা হয়েছিল। এদিকে শ্যাম দেশ থেকে ১০০ উট বোঝাই করে উসমান রাদিয়াল্লাহু এর ব্যবসায়িক পণ্য মদীনায় এসে পৌঁছালো। সেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের খাবার দাবার,পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির মওজুদ ছিল। এমন কঠিন মুহূর্তে এসবের মূল্য ছিল আকাশছোঁয়া। কাফেলা পৌঁছার সাথে সাথে ব্যবসায়ীরা পণ্য ক্রয় করার জন্য এসে জড়ো হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,' তোমরা আমাকে কতটুকু লাভ দেবে?' তারা বলল,'৫ শতাংশ লাভ দেবো।তিনি বললেন,'আমার কাছে এক এমন একজন আছেন,যিনি আরো বেশি দেবেন বলেছেন।' অতঃপর ব্যবসায়ীরা মূল্যবৃদ্ধি করতে করতে দশ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছালো। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বারবার এই একই কথা বলেছেন যে,' আমার কাছে এমন একজন আছেন, যিনি আরও বেশি দেবেন।'অবশেষে তিনি সকল পণ্য সাদাকা করে দিলেন।(আখলাকুনাল ইজতিমাইয়্যাহ, ড.মুস্তফা আস-সিবায়ি:২১)

সালফে সালেহিনদের দান

জাবির বিন আব্দুল্লাহ(রা)বলেন,‘ একবার ওমর বিন খাত্তাব(রা) আমার হাতে এক টুকরো গোস্ত ঝুলন্ত দেখে জিজ্ঞেস করলেন,“জাবির, এটা কি ?”আমি বললাম, ‘গোস্ত খেতে ইচ্ছে করছিল; তাই তা কিনে এনেছি।’ অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু বললেন ,“যখনই মন চাইলো ,সাথে সাথে কিনে নিয়ে আসলে জাবির? তুমি কি সেই আয়াতকে ভয় করো না?”আল্লাহতালা বলেন,(أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا)“তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ।”(সুরা আহকাফ:২০)

সামান্য কিছু গোস্ত দেখে তাদের মনে এত আল্লাহর ভয়?অথচ আমাদের তো চাওয়ার, পাওয়ার এবং খাওয়ার কোন শেষ নেই। মনে হয় যেন আমরা এই পৃথিবীতে খাওয়ার জন্যই এসেছি। আর তারা এতো পরিমান দান করতেন যে, তাদের কাছে খাদ্য কেনার মত অবশিষ্ট কিছু থাকতো না ।না খেয়ে তারা দিনাদিপাত করতেন।নিজে না খেয়ে তাঁরা অন্যকে খাওয়াতেন। রবি(রা)এক সময় পাক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ।তাই দীর্ঘদিন যাবত ব্যথা বেদনার কষ্ট পাচ্ছিলেন। তার একদিন মুরগি খেতে ইচ্ছে করলো ।দীর্ঘ ৪০ দিন তা থেকে বিরত থাকেন ।অবশেষে যখন স্ত্রীকে জানালেন তখন তিনি এক দিরহামের ছয় ভাগের দুই ভাগের বিনিময়ে একটি মুরগি ক্রয় করে, রান্না করেন। অতঃপর হালুয়া মত কিছু প্রস্তুত করেন সবকিছু সাজিয়ে দস্তরখানা প্রস্তুত করলেন। তাকে খেতে দিলেন।যেইমাত্র খাওয়া শুরু করবেন, তখনই এক ভিক্ষুক এসে বলল, আমাকে কিছু খেতে দিন। ভিক্ষুকের কথা শুনে তিনি সাথে সাথে নিজেকে খাবার থেকে বিরত রাখলেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন মুরগির গোস্তগুলো তাকে দিয়ে দাও। স্ত্রী বললেন, আমি তো তার জন্য অন্য কিছু তৈরি করে দেবো , অথবা তাকে সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে দিব। তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন ,তুমি সমপরিমাণ মূল্য নিয়ে আসো। তখন তিনি স্ত্রীকে এই সমপরিমাণ মূল্য এবং এই মুরগির গোশত সবকিছুই ফকিরকে দিয়ে দিতে বললেন।(আহসানুল মাহাসিন:২৮৯)

মোহাম্মদ বিন মুনকাদির (রা) উম্মে দারদা (যিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু এর খাদিমা ছিলেন) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার মুয়াবিয়া (রা) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু এর কাছে দুই ব্যাগ ভর্তি করে,এক লক্ষ আশি হাজার দিরহাম পাঠিয়েছে।তারপর তিনি সেগুলোকে এক জায়গায় ঢেলে মানুষের মাঝে বিতরণ করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি খাদিমকে বললেন, “আমাদের ইফতার নিয়ে আসো।” খাদিমা তাঁর জন্য একটি রুটি ও কিছু খাবার তেল নিয়ে এলো। খাদিমা আয়েশা রাঃ কে বললেন,‘আজ যে অর্থ বিতরণ করেছেন,সেগুলো থেকে আমাদের জন্য যদি একটি দিরহাম রাখা যেত, তাহলে আমরা ইফতারের সময় কিছু গোস্ত

খেতে পারতাম। এই কথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু বললেন, "তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে তো তা করতাম।"(আল ইহইয়া:৩\২৬২)

ওয়াকিদি রাদিয়াল্লাহু যখন ইন্তেকাল করেন,তখন তিনি কাজির পদে ছিলেন। কিন্তু তার কাছে কাফনের ব্যবস্থা করার মতো কোনো অর্থ ছিল না। অতঃপর খলিফা মামুন তার কাফনের ব্যবস্থা করেছেন।(আস-সিয়ার:৪৬৭)

আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু বলেন, 'মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহুকে শহীদ করা হয়েছে। তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। কেবল এমন একটি চাদর দিয়ে তাঁর কাফন দেয়া হয়েছে যে , তাঁর মাথা ঢাকলে তা পা উন্মোচিত হয়ে যায়, আর পা ঢাকলে মাথা দেখা যেত।'

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,' সুস্থতা কিংবা অভাবের সময় দানকৃত একটি দিরহাম মৃত্যুকালে ওসিয়তকৃত শত দিরহাম থেকে উত্তম।'(তানবিহুল গাফিলিন:২৪৫)

আবু জার গিফারি (রা) কে সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন,'সাওমের মাধ্যমে নৈকট্য করতে অর্জন করা যায়;কিন্তু এতে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই।' জিজ্ঞাসা করা হলো,' কোন সাদাকা সর্বোত্তম?' তিনি বললেন,'তুলনামূলক সর্বাধিক সাদাকা।'

তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ,'যার কাছে অধিক সম্পদ নেই, সে কিভাবে দান করবে?' তিনি বললেন, 'উদ্ধৃত্ত সম্পদ থেকে দান করবে।'

তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো,' যার সেটুকুও নেই, সে কি করবে?'তিনি বললেন,' উদ্বৃত্ত খাবার থেকে দান করবে।'

এবার জিজ্ঞাসা করা হলো,' যার কাছে এই পরিমাণ খাবারও নেই ?'তিনি বললেন, 'ব্যবসায় তার অতিরিক্ত লাভ ছেড়ে দেবে।'

তারপর বলা হলো,' যে এমনটি না করে, সে কি করবে?'তিনি বললেন,' এক টুকরো খেজুর দিয়ে (সাদকা করে) হলেও জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।'

তারপর বলা হলো,' যার পক্ষে তাও সম্ভব নয়, সে কি করবে?' তিনি বললেন,' সে নিজেকে বিরত রাখবে।' অর্থাৎ কারো উপর জুলুম করবে না।(তানবিহুল গাফিলিন:২৪৩)

আলী বিন হাসান বিন আলি (রা)কাছে কোন ভিক্ষুক আসলে তাকে অভিবাদন দিয়ে বলতেন,' স্বাগতম তোমায়। তুমি আখিরাত পর্যন্ত আমার পাথেয়টুকু পৌঁছে দেবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রার্থনাকারী যদি সত্য বলে, তবে তাকে দান করা ফরজে কিফায়া।'(হাশিয়াতুর রাওজ:৩৪৪)

ওমর বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু বলেন, আলী বিন হুসাইন বিন আলি (রা)এর ইন্তেকালের পর তাকে গোসল দেয়ার সময় দেখা গেল,তার পিঠে কালো দাগ পড়ে আছে। তা দেখে সকলে

জিজ্ঞাসা করে উঠলো ,‘এটা কিসের দাগ?’ উত্তরে বলা হলো,‘তিনি প্রতি রাতে পিঠে করে আটার বস্তা বহন করে নিয়ে যেতেন এবং মদিনার দুস্থ- দরিদ্র,অভাবী লোকদের দান করতেন।’(আস-সিয়ার:৪\১৩৯)

আবুল হোসাইন নুরি (রা) ২০ বছর যাবত বাড়ি থেকে মাত্র দুটি রুটি নিয়ে বের হতেন। তারপর তিনি বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন।পথে তিনি রুটিগুলোকে দান করে দিতেন। তারপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং বাজারের সময় হলে বাজার করতেন। বাজারের লোকেরা ভাবতো উনি খেয়ে এসেছেন, আর তিনি যখন বাড়ি ফিরতেন তখন বাড়ির লোকেরা ভাবতেন, তিনি রোজা রেখেছেন।এই জন্য সাথে করে দুটি রুটি ইফতারের জন্য নিয়ে গিয়েছেন । ভাবা যায়!এইভাবে বিশ বছর কেটে যায় !

এক ব্যক্তি হাসান রাঃ প্রশ্ন করলেন, ‘যদি কারোর অঢেল সম্পত্তি থাকে এবং তা থেকে তিনি দান করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। তাহলে বাকি সম্পদ দিয়ে কি সে আরাম আয়েশ করতে পারবে?? তখন তিনি বললেন,‘ না।’ যদি সে পুরো পৃথিবীর মালিকও হয়ে যায়।তবুও তার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ করা উচিত হবে না। কারণ এটি তার দারিদ্র্যের কারণ হতে পারে।’(মুকাশাফাতুল কুলুব:১৫৬)

সাহাবায়ে কেরামরা শুধু দান সাদকাই করেননি ,করার পর তা কবুল হলো কিনা তা নিয়েও তারা চিন্তিত থাকতেন।

হাসান রাদিয়াল্লাহু বলেন, ‘মুমিন ব্যক্তির আমল সবার চেয়ে সুন্দর হয় এবং আল্লাহকে সবার চেয়ে বেশি ভয় করে।সে যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে,তবুও স্বচক্ষে দেখার আগ পর্যন্ত কবুল হয়েছে বলে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।(হাসান বসরি:২৯)

আলী বিন হাসান রাদিয়াল্লাহু রাতের আঁধারে পিঠে রুটি বহন করে অভাবী ,অসহায় ও মিসকিনদের কাছে ছুটে যেতেন এবং বলতেন, ‘রাতের সদাকা আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয়।’(আস-সিয়ার ৪/৩৯৩)

দানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু।তিনি মাঝে মাঝে মজলিসেই তিরিশ হাজার মুদ্রা বিলিয়ে দিতেন।কিন্তু অনেক সময় মাস চলে গেলেও এক টুকরা গোস্ত খেতে পারতেন না।(আস-সিয়ার ৩/২১৮)

দান সাদকার উদ্দেশ্য

দানের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, এই ইখলাসের সাথে দান করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া দান করলে, সেই দান লোক দেখানো কাজ ছাড়া আর কিছুই হয় না।

আল্লাহতালা সুরা লাইলের ১৮-২১ নং আয়াতে বলেছেন-

الَّذِیۡ یُؤۡتِیۡ مَالَهٗ یَتَزَکّٰی ﴿۱۸﴾ وَ مَا لِاَحَدٍ عِنۡدَهٗ مِنۡ نِّعۡمَةٍ تُجۡزٰۤی ﴿۱۹﴾ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ الۡاَعۡلٰی ﴿۲۰﴾ وَ لَسَوۡفَ یَرۡضٰی ﴿۲۱﴾

১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য(১

১) এতে সৌভাগ্যশালী মুত্তাকীদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া শক্তভাবে অবলম্বন করে এবং একমাত্র আল্লাহর পথে নিজের গোনাহ থেকে বিশুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে।

১৯. এবং তার প্রতি কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে হবে(১

(১) এখানে সেই মুত্তাকী ব্যক্তির আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে যে নিজের অর্থ যাদের জন্য ব্যয় করে, আগে থেকেই তার কোন অনুগ্রহ তার ওপর ছিল না, যার প্রতিদান বা পুরস্কার দিচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে তাদের থেকে কোন স্বার্থ উদ্ধারের অপেক্ষায় তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়ে ব্যয় করছে; বরং সে নিজের মহান ও সর্বশক্তিমান রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্যই এমন-সব লোককে সাহায্য করছে, যারা ইতোপূর্বে তার কোন উপকার করে নি এবং ভবিষ্যতেও তাদের উপকার পাওয়ার আশা নেই। [তাবারী] বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াতটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর শানে নাযিল হয়েছে। [মুসনাদে বাযযার (আল-বাহরুয, যাখখার) ৬/১৬৮, ২২০৯]

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় যে অসহায় গোলাম ও বাঁদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপরাধে তাদের মালিকরা তাদের ওপর চরম অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল, তাদেরকে মালিকদের যুলুম থেকে বাচাঁবার জন্য কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছিলেন। যেসব দাসকে আবুবকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং তার লক্ষ্য মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না। এ ধরনের মুসলিম সাধারণ দুর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তার পিতা আবু কোহাফা বললেনঃ তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখেই মুক্ত করো, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ কোন মুক্ত-করা মুসলিম দাস থেকে উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়।

আমি তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাদেরকে মুক্ত করি। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫৭২ নং ৩৯৪২]

তাফসীরে জাকারিয়া

২০. কেবল তার মহান পালনকর্তার মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের প্রত্যাশায়।[1

[1] বরং ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতে তাঁর দর্শন পাবার জন্য খরচ করে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

২১. আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে।(১

(১) বলা হয়েছে, শীঘ্রই আল্লাহ এ ব্যক্তিকে এত-কিছু দেবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই দুনিয়াতে তার ধনসম্পদ ব্যয় করেছে এবং কষ্ট করেছে, আল্লাহ তা'আলাও আখেরাতে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নেয়ামত তাকে দান করবেন। [তাবারী] এই শেষ বাক্যটি মুত্তাকীদের জন্য, বিশেষ করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর জন্যে একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করবেন- এ সংবাদ এখানে তাকে শোনানো হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান

তাফসীরে জাকারিয়া

রাসূল (সা) এরশাদ করেন-

من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك،

'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করল, সে শিরক করল।যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য রোজা রাখল, সে শিরক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য দান-খয়রাত করল, শিরক করল।'(মুসনাদে আহমাদ:১৭১৪০)

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু বলেছেন, 'যেদিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহতালা সাত শ্রেণীর মানুষকে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। (তার মধ্যে এক শেণী হলো) ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شوارع ما تنفق يمينه

সেই ব্যক্তি,'যে এমন ভাবে গোপনে দান করেছে যে,তার বাম হাত জানে না, ডান হাতে কি দান করেছে।'(সহিহ বুখারী:১৪২৩,সহিহ মুসলিম:১০৩১)

জান মালের বিনিময়ে জান্নাত

اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰی مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمُ الۡجَنَّةَ ؕ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ فَیَقۡتُلُوۡنَ وَ یُقۡتَلُوۡنَ ۟ وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقًّا فِی التَّوۡرٰىةِ وَ الۡاِنۡجِیۡلِ وَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَ مَنۡ اَوۡفٰی بِعَهۡدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسۡتَبۡشِرُوۡا بِبَیۡعِکُمُ الَّذِیۡ بَایَعۡتُمۡ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِکَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۱۱۱﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য। আল-বায়ান(সুরা তাওবা:১১১)

আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সাদকা। অনেক ক্ষেত্রে হজ্জ এবং জিহাদের চেয়েও উত্তম। কেননা হজে শুধু ব্যক্তির ফায়দা থাকে ।কিন্তু সাদকার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কে ছাড়িয়ে অন্যের মাঝেও তার উপকার ছড়িয়ে যায়।

সুফিয়ান সাওরি রাদিয়াল্লাহু এর উদ্দেশ্যে জাফর বিন মোহাম্মদ রাঃ বলেন, তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা ব্যতিত নেক কাজে পূর্ণ তো আসে না। এক, দ্রুত করা।দুই,বড় হলেও নিজের চোখে ছোট মনে করা। তিন, গোপনীয়তা রক্ষা করা।

হাসান বসরি(রা) বলেন,‘ যে ব্যক্তি পরকালে পাওয়ার বিশ্বাস রাখে সে উদারতার সাথে দান করবে।’(হাসান বসরি:৩২)

ইয়াহিয়া বিন মুয়াজ রাঃ বলেন, ‘আমি জানি,সদাকার একটিমাত্র দানা দুনিয়ার পাহাড়গুলোর সমান ভারী।’(আল-ইহইয়া:১/২৬৭)

‘ইসার আলান নাফস’ অর্থাৎ নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া

ইতিহাসের পাতায় আজও ‘ইসার আলান নাফস’ অর্থাৎ নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে।

তার একটি হলো, ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু বলেন, ‘একবার এক সাহাবীর কাছে বকরির মাথা হাদিয়া আসলো।তিনি হাদিয়া পেয়ে বললেন,‘আমার চেয়েও আমার অমুক ভাইয়ের বকরির মাথাটি বেশি প্রয়োজন ।’ফলে মাথাটি তার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন তিনি।এভাবে একজন অপরজনের কাছে পাঠাতে পাঠাতে সাতটি বাড়ি অতিক্রম করল।অবশেষে বকরির মাথাটি প্রথম ব্যক্তির কাছেই ফিরে এলো।’(আল ইহইয়া:৩/২৭৩)

বায়ান মিশরি(রা) বলেন, ‘একবার আমি মক্কায় বসে ছিলাম।আমার সামনেই ছিল এক যুবক। এক ব্যক্তি তার কাছে এসে দিনার ভর্তি একটি ব্যাগ এগিয়ে দিল। সে বলল,আমার এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই ।লোকটি বলল, তাহলে মিসকিনদের মাঝে এগুলো বন্টন করে দিও। যুবক তাই করল। অতঃপর রাতের বেলায় উপত্যকায় তাকে আমি নিজের জন্যই কিছু একটা

খুঁজতে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "যদি ওখান থেকে কিছু রেখে দিতে তাহলে তো আর খোঁজার প্রয়োজন হতো না?" সে বলল," জানতাম না আমি যে এতক্ষন বেঁচে থাকব।"(সাদাকা রবের অফুরান দান) আল্লাহু আকবার! তারা কিভাবে দুনিয়াকে চিন্তা করতেন, আর আমরা কিভাবে দুনিয়াকে চিন্তা করি?আল্লাহ আমাদের সকলকে তাদের মত করে ভাবার এবং চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

এক বেদুইন সাঈদ বিন আস রাদিয়াল্লাহুর কাছে কিছু অর্থ চেয়েছিল ।অতঃপর তিনি খাদিমকে ৫০০ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ।খাদিম জিজ্ঞাসা করল," ৫০০ দিনার নাকি দিরহাম?" তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে ৫০০ দিরহাম দিতে বলেছি। যেহেতু তুমি দিনারের কথা ভেবেছো, তাহলে তাকে ৫০০ দিনারই দিয়ে দাও ।'বেদুইন এতগুলো দিনার গ্রহণ করার পর কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো,' কি হলো তোমার? তোমার চাওয়া কি পূরণ হয়নি?' সে বলল,'অবশ্যই পূর্ণ হয়েছে;কিন্তু আমি কান্না করছি, আপনার মত মানুষকে জমিন কিভাবে ভক্ষণ করবে?" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া:৮/৯৩)

অপরদিকে দুনিয়া বিমুখ খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু কে একবার মাসলামা বিন আব্দুল মালেক রাদিয়াল্লাহু বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি আপনার সম্পদ থেকে আপনার সন্তানদের বিরত রেখেছেন। তাদের রিক্ত হস্ত করে রেখেছেন ।তাদের কিছুই দেননি। তাদের কিছুই নেই।' উমর বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু বললেন,' হে মাসলামা,তুমি কি আমাকে দরিদ্রতার ভয় দেখাচ্ছো? তুমি যে বললে,আমি আমার সন্তানদেরকে একেবারেই রিক্ত হস্ত করে রেখেছি," তবে শোনো, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তাদেরকে তাদের কোন হক থেকে বঞ্চিত করিনি, যা তাদের ছিল। আর আমার সন্তানরা দুই শ্রেণীর এক শ্রেণীর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে। হয় তারা আল্লাহকে ভয় করবে;ফলে তিনি তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন। না হয় তারা অবাধ্য হবে। আর আমি তো আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদেরকে শক্তিশালী করতে পারি না ।দেখা গেল উমর বিন আজিজ রাদিয়াল্লাহুর সন্তানদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারো কাছে কোন কিছুই চাইতে হয়নি।

অন্যান্য প্রাণীর প্রতি দানশীলতা

মহান রাব্বুল আলামিন অসীম দয়ালু এবং উদার। তিনি সামান্য আমলের বিনিময়ে অসংখ্য সাওয়াব দান করেন। আর আমল যদি হয় কোন কিছুর প্রতি দয়া,হোক সেটা মানুষ অথবা অন্য যেকোনো প্রাণী। তাহলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি খুশি হয়ে যান। তার গুনাহ মাফ করে দেন।এমনকি তাকে জান্নাত পর্যন্ত দান করে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

" بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا. فَقَالَ " فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ".

‘একবার এক লোক পথে হেঁটে যাচ্ছিল। তার ভীষণ পিপাসা লাগে। সে একটি কূপ পেল। সে তাতে নামল এবং পানি পান করলো, তারপরে উঠে এলো। হঠাৎ দেখলো, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে। পিপাসার্ত হয়ে কাঁদা চাটছে। লোকটি ভাবলো, এ কুকুরটি পিপাসায় সেরূপ কষ্ট পাচ্ছে, যেরূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে কূপে নামল এবং তার মোজার মধ্যে পানি ভরলো, তারপর মুখ দিয়ে তা (কামড়ে) ধরে উপরে উঠে এলো। তারপর সে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তাকে এর প্রতিদান দিলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! জীব-জন্তুর (প্রতি দয়া প্রদর্শনের) জন্যও কি আমাদের পুরস্কার আছে? তিনি বললেনঃ হাঁ, প্রত্যেক দয়ালু অন্তরের অধিকারীদের জন্যে প্রতিদান আছে।’(সহিহ বুখারী:৬০০৯,সহিহ মুসলিম:২২৪৪)

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا،فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ،فسقته اياه،فغفرلها به

‘একবার একটি কুকুর এক কূপের চতুর্দিকে ঘুরছিল এবং অত্যন্ত পিপাসার কারণে সে মৃত্যুর কাছে পৌঁছেছিল। তখন বনী ইসরাঈলের ব্যাভিচারিণীদের একজন কুকুরটির অবস্থা লক্ষ্য করল, এবং তার আঁচল ভিজিয়ে পানি সংগ্রহ করে কুকুরটিকে পান করাল। এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।’

আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বলেন, ‘একবার তিনি তার একটি খামারে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে আরেকজনের খেজুর বাগানের কিনারা দিয়ে হাঁটছিলেন। সেখানে একটি কালো গোলাম কাজ করছিল। এ সময় সে তার খাবার বের করে খাচ্ছিল। হঠাৎ একটি কুকুর দেয়ালের ভেতর প্রবেশ করে ছেলেটির কাছাকাছি চলে গেল। সাথে সাথে সে কুকুরের দিকে এক মুষ্টি খাবার ছুড়ে মারলে কুকুর তা খেয়ে ফেলল। দ্বিতীয় এবং

তৃতীয়বারও তার দিকে সে খাবার ছুড়ে মারলো। প্রতিবারই কুকুর খাবার খেয়ে ফেলল। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি বললেন,'হে গোলাম,প্রতিদিন তোমার জন্য কতখানি খাবার বরাদ্দ দেয়া হয়?' সে বলল,আপনি এইমাত্র দেখেননি?' তিনি বললেন,' দেখেছি, কিন্তু এই কুকুরকে কেন খাবার দিলে?' সে বলল,'এটা তো কুকুরের থাকার জায়গা নয়।সে অনেক দূর থেকে এসেছে ক্ষুধার্ত হয়ে। তাই তাকে ক্ষুধার্ত রেখে আমি পেটপুরে খাবার খেতে চাচ্ছিলাম না।'তিনি বললেন, 'তাহলে পুরো দিন কিভাবে অতিবাহিত করবে?'সে বলল,' আজকের দিনটা না হয় উপোসই থাকব।'আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহু বলেন,' আমার দানশীলতার জন্য খুব কষ্ট হয়! এই গোলাম তো আমার চেয়েও দানশীল।'অতঃপর বাগান,বাগানের মধ্যকার সবকিছু এবং গোলামসহ ক্রয় করে নিলেন। তারপর গোলাপকে আজাদ করে দিলেন এবং সেখান থেকে কিছু অংশ তাকে দিয়ে দিলেন।'(আল ইহইয়া:৩/৩৭৩)

দান-সাদকাকারীর পুরষ্কার

আল্লাহ তাআলা সূরা ইনসানে বলেছেন-

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ﴿۵﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿۶﴾ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ﴿۷﴾ وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ﴿۸﴾ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ﴿۹﴾

৫. নিশ্চয় সৎকর্মশীলেরা(১) পান করবে এমন পূর্ণপাত্র-পানীয় থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফূর(২)—

(১) তারা এমন সব মানুষ যারা পুরোপুরি তাদের রবের আনুগত্য করেছে, তার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত রয়েছে। [কুরতুবী]

(২) সর্বপ্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেয়া হবে, যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে। অর্থাৎ তা হবে এমন একটি প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার পানি হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং শীতল আর তার খোশবু হবে অনেকটা কর্পূরের মতো। কোন কোন তফসীরকারক বলেনঃ কাফুর জান্নাতের একটি ঝরণার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্যে তাতে এই ঝরণার পানি মিলানো হবে। যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেয়া হয়, তবে জরুরী নয় যে, জান্নাতের কাফুর দুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অখাদ্য হবে। বরং সেই কাফুরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে। [দেখুন: কুরতুবী; ইবন কাসীর]

৬. এমন একটি প্রস্রবণ যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ(১) পান করবে, তারা এ প্রস্রবণকে যথেচ্ছা প্রবাহিত করবে।(২)

(১) 'আল্লাহর বান্দাগণ' কিংবা 'রহমানের বান্দাগণ' শব্দগুলো আভিধানিক অর্থে সমস্ত মানুষের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ সবাই আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মজীদে যেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা আল্লাহর নেককার বান্দাগণকেই বুঝানো হয়েছে। অসৎ লোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহর বন্দেগী তথা দাসত্বের বাইরে রেখেছে, তারা যেন এর যোগ্য-ই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের মহান নামের সাথে যুক্ত করে অথবা এর মতো সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করবেন।

(২) অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে যেখানেই তারা চাইবে সেখানেই এ ঝর্ণা বইতে থাকবে। এ জন্য তাদের নির্দেশ বা ইংগিতই যথেষ্ট হবে। [ইবন কাসীর]

৭. তারা মানত পূর্ণ করে(১) এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে ব্যাপক।

(১) এতে বিধৃত হয়েছে যে, সৎকর্মশীল বান্দাগণকে এসব নি'আমত কিসের ভিত্তিতে দেয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। 'মানত' বলা হয় নিজের জন্যে এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে

ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তা পূর্ণ করে, আর কেউ যদি নাফরমানির মানত করে সে যেন নাফরমানি না করে।" [বুখারী: ৬৭০০]

এখানে মানত পূর্ণ করাকে জান্নাতীদের মহান প্রতিদান ও অফুরন্ত নেয়ামত লাভের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে نذر শব্দ দ্বারা 'কর্তব্য' বোঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, তারাই জান্নাতের অধিকারী হবে যারা নিজেদের কর্তব্য যেমন সালাত, সাওম, হজ, উমরা ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করেছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

৮. আর তারা মহব্বত থাকা সাপেক্ষে(১) অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে(২) খাবার দান করে(৩),

(১) অর্থাৎ জান্নাতীদের এসব নেয়ামত এ কারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করত। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এখানে حبه এর সর্বনাম দ্বারা طعام বা খাবার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ খাদ্য অত্যন্ত প্রিয় ও আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেরাই খাদ্যের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও নেককার লোকেরা তা অন্যদেরকে খাওয়ান। আবু সুলাইমান আদ-দারানী বলেন, حبه এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে এরূপ করে থাকে। পরবর্তী আয়াতাংশ 'আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের খাওয়াচ্ছি' এ অর্থকেই সমর্থন করে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে বন্দী বলতে কাফের হোক বা মুসলিম, যুদ্ধবন্দী হোক বা অপরাধের কারণে বন্দী হোক সব রকম বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে খাদ্য দেয়া, মুসলিম কিংবা অমুসলিম, সর্বাবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে-যে তার খাবার সংগ্রহের জন্য নিজে কোন চেষ্টা করতে পারে না- খাবার দেয়া অতি বড় সওয়াবের কাজ। [দেখুন: কুরতুবী]

(৩) কোন গরীবকে খেতে দেয়া যদিও বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোন অভাবী মানুষের অন্যান্য অভাব পূরণ করাও একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেয়ার মতই নেক কাজ। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা কয়েদি মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাওয়াও এবং অসুস্থদের সুশ্রুষা কর"। [বুখারী: ৩০৪৬](সূত্র: ইন্টারনেট)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾

যারা আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন লাভজনক ব্যবসা আশা করতে পারে, যা কখনো ধ্বংস হবে না। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিরের ২৯ নাম্বার আয়াতে বলেছেন

ان الذين يتلون كتب الله و اقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقنهم سرا و علانية يرجون تجارة لن تبور ﴿٢٩﴾

নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না। আল-বায়ান

রিয়াকারীর দান

আল্লাহতালা সূরা নিসার ৩৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন-

وَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ مَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾

আর যারা মানুষকে দেখাবার জন্য(১) তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না। আর শয়তান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ!(২) (১) এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শির্ক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান সদকা করল সে শির্ক করল। [মুসনাদে ত্বায়ালেসীঃ ১১২০, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/৩৬৫]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের ভালবাসেন না। অথবা যারা উপযুক্ত কাজগুলো করবে, শয়তান তাদের সাথী হবে। আর যারা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা পায় না তারা শয়তানের সঙ্গী হবে এটাই স্বাভাবিক। যারা শয়তানের সঙ্গী হবে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সঙ্গীই পেল।(তাফসিরে জাকারিয়া

সম্পদে সবার হক আছে

আল্লাহ তাআলা সূরা আল-মা'রিজ এর 24 এবং 25 আয়াতে সমাজের মানুষের হকের কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ، لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"এবং যাদের অর্থ-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে। যাচক ও বঞ্চিতের।"

এর দ্বারা যাকাত ও এমন সব খাত বোঝানো হয়েছে, যাতে অর্থ ব্যয় অবশ্য কর্তব্য। আয়াত দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাকাত দেওয়াটা গরীবদের প্রতি ধনীদের অনুকম্পা নয়; বরং এটা গরীবদের হক। যে গরীব নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করে তাকে 'যাচক' এবং যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করে না তাকে 'বঞ্চিত' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।(তাফসিরে তাকী উসমানি)

এখানে বলা হয়েছে সম্পদে সবারই হক আছে যে ব্যক্তির সম্পদ আছে কিন্তু অন্যের হক দেয় না সে আসলে নিজেকে ধোঁকা দেয়।

দান শুধু করুণা নয় ;এটি সমাজের প্রতি দায়িত্ব।

যারা সম্পদ জমিয়ে রাখে অর্থাৎ কৃপনের শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা সূরা ইমরানের 180 নম্বর আয়াতে যারা তাদের সম্পদ দান করেনি, তাদের উদ্দেশ্যে বলেন-

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল, এমনটি যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যেটাতে তারা কৃপণতা করবে কেয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে।(১) আসমান ও যমীনের সত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, তার সে ধন-সম্পদকে কেয়ামতের দিন একটি সাপের রূপ দেয়া হবে। যার মাথায় চুল থাকবে এবং চোখের উপর দুটি কালো দাগ থাকবে। সাপটিকে তার গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে, সেটি তার মুখে দংশন করতে থাকবে এবং বলবেঃ আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত অর্থসম্পদ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। [বুখারীঃ ৪৫৬৫

ধনসম্পদ জমিয়ে রাখার শাস্তি খুবই ভয়াবহ। এই সম্পদ কেয়ামতের দিন তার গলার বেড়ি হবে।আল্লাহ তায়ালা সূরা তাওবার ৩৪ ও ৩৫ আয়াতে বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

৩৪)হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই তো জনসাধারণের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায় এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে(১) আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না(২) আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।(৩)

(১) এ আয়াতে মুসলিমদের সম্বোধন করে ইয়াহুদী নাসারা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও পাদ্রীদের কুকীর্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইয়াহুদী-নাসারাদের আলোচনায় মুসলিমদের হয়তো এ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মত না হয়। আয়াতে ইয়াহুদী-নাসারা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও পাদ্রীদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাদের অধিকাংশই গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহর সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত রাখছে। এ বাতিল পন্থা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তারা গীর্জা ও ধর্মের নামে মানুষদের থেকে কর আদায় করত। এতে তারা

মানুষদেরকে বোঝাত যে, এগুলো আল্লাহর নৈকট্যের জন্যই গ্রহণ করছে। অথচ তারা এ সম্পদগুলো কুক্ষিগত করত। [কুরতুবী]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা বিচারকার্য ঘুষের উপর করত। [কুরতুবী] এভাবে তারা পয়সা নিয়ে তওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তওরাতের বিধি নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা বাহানা সৃষ্টি করে নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট হতোনা বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াতো। [সা'দী] কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না। তাছাড়া তাদের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়। অথবা আল্লাহর দ্বীন বলে এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] অর্থাৎ তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়েছেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান না এনে অর্থলোভে পড়ে আছে। অন্যদেরকেও তেমনি ইসলামে প্রবেশ করা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থেকে বাঁধা দিচ্ছে। [কুরতুবী]

(২) ইয়াহুদী নাসারা গোষ্ঠীর আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় অর্থের লোভ লালসা থেকে। এজন্যে আয়াতে অর্থলিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজার কথা বর্ণিত হয়। এরশাদ হয়েছেঃ "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন"। এখানে "আর তা খরচ করে না আল্লাহর পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধানমতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে মালামালের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধন-রত্নের শামিল নয়।" [আবু দাউদ: ১৫৬৪]। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গোনাহ নয়।

(৩) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, তারপর সে যে সম্পদের যাকাত দিবে না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদ তার জন্য চক্ষুর পাশে দুটি কালো দাগবিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে, তারপর সেটি তার চোয়ালের দু'পাশে আক্রমন করবে এবং বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধন। [বুখারী: ১৪০৩]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি তাঁর উটের যাকাত দিবে না, সে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল, তার থেকে উত্তমভাবে এসে তাকে পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ছাগলের যাকাত দিবে না, সে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল, তার থেকেও উত্তমভাবে এসে তাকে তার খুর ও শিং দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে

থাকবে ... আর তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন তাঁর কাঁধে ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়, যে ছাগল চিৎকার করতে থাকবে, তখন সে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আর আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোন কিছুরই মালিক নই, আমি তো তোমার কাছে বাণী পৌছিয়েছি। আর তোমাদের কেউ যেন তাঁর কাঁধে কোন উট নিয়ে উপস্থিত না হয়, যা শব্দ করছে। তখন সে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোন কিছুর মালিক নই, আমি তো তোমাদেরকে পৌছিয়েছি। [বুখারী: ১৪০২; মুসলিম: ৯৮৮]

يَّوۡمَ يُحۡمٰى عَلَيۡهَا فِىۡ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوٰى بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَ جُنُوۡبُهُمۡ وَ ظُهُوۡرُهُمۡ ؕ هٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِاَنۡفُسِكُمۡ فَذُوۡقُوۡا مَا كُنۡتُمۡ تَكۡنِزُوۡنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে এবং সে সব দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে, বলা হবে, এগুলোই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। কাজেই তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর।(১

(১) এ আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তার এ সাজা তারই অর্জন করা। অর্থাৎ যে অর্থ সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের কারণ হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে তাদেরকে সেই জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথরের ছেকার সুসংবাদ দিন, যা জাহান্নামের আগুনের দ্বারা দেয়া হবে। যা তাদের কারও স্তনের বোটার মধ্যে রাখা হবে, আর তা বের হবে দু কাঁধের উপরিভাগে। আর দু কাঁধের উপরিভাগে রাখা হবে যা স্তনের বোটার মধ্য দিয়ে বের হবে। [মুসলিম: ৯৯২

অন্য হাদীসে এসেছে, যে কোন সোনার মালিক বা রুপার মালিক যাকাত প্রদান করবে না, কিয়ামতের দিন সেগুলো তার জন্য আগুনের পাত হিসেবে বানিয়ে নেয়া হবে, তারপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দিয়ে তার কপাল, পাঁজর ও পিঠে ছেকা দেয়া হবে। যখনই সেগুলো ঠাণ্ডা হবে, আবার তা উত্তপ্ত করা হবে, এমন দিনে যার পরিমান হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। যতক্ষণ না বান্দাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করা শেষ হবে। তারপর তার স্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নামে সেটা দেখানো হবে। [মুসলিম: ৯৮৭]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যে কৃপন ব্যক্তি আল্লাহর রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়; কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রুকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী

মানুষের টাকা পয়সা হলো আল্লাহর আমানত

সূরা হাদীদের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۷﴾

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী[1] করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

[1] অর্থাৎ, এই ধন এর পূর্বে অন্য কারো নিকটে ছিল। এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ধন তোমার নিকটেও থাকবে না। অপর কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে। তোমরা যদি এ মালগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় না কর, তবে পরে যারা এগুলোর মালিক হবে, তারা আল্লাহর পথে সেগুলো ব্যয় করে তোমাদের চাইতেও বেশী সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে। আর তারা যদি এগুলোকে আল্লাহর অবাধ্যতার পথে ব্যয় করে, তবে তোমরাও অসৎকার্যে সাহায্য করার অপরাধে ধরা খেতে পার। (ইবনে কাসীর) হাদীসে এসেছে যে, ‘‘মানুষ বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তোমার মাল প্রথমতঃ সেটা, যেটা তুমি খেয়ে শেষ করেছ। দ্বিতীয়তঃ সেটা, যেটা তুমি পরিধান করে নষ্ট করেছ এবং তৃতীয়তঃ সেটা, যেটা তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করে পরকালের জন্য সঞ্চয় করেছ। এ ছাড়া যা কিছু থাকবে, তা সবই অন্যদের ভাগে আসবে।’’ (মুসলিমঃ যুহুদ অধ্যায়, মুসনাদ আহমাদ ৪/২৪

দান করতে হবে মৃত্যুর আগে

আল্লাহ তাআলা সূরা মুনাফিকুনের ১০ নম্বর আয়াতে বলেন-

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) ব্যয় কর, এর আগে যে, তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যাবে আর তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু কালের জন্য সুযোগ দিলে না কেন, তাহলে আমি দান-সদকা করতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন।

মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছু) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ স্মরণ (ও আনুগত্য অর্থাৎ গোটা দীন) থেকে গাফেল না করে (অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে এমন মগ্ন হয়ো না যাতে দীনের ক্ষতি হয়)। যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (কারণ দুনিয়ার উপকার তো ধ্বংস হয়ে যাবে; পরকালের ক্ষতি দীর্ঘ অথবা চিরস্থায়ী থেকে যাবে। **لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ**এর ব্যাপক বিষয়বস্তু থেকে একটি বিশেষ আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ সদকার আদেশ করা হচ্ছে :) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (জরুরী প্রাপ্য) মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে (পরিতাপ করে) বলবে : হে আমার পালনকর্তা। আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (তার এই বাসনা ও পরিতাপ মোটেই উপকারী হবে না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন (খতম হয়ে) আসে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না । তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত (কাজেই যেমন করবে, তেমনি ফল পাবে)।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُم

এই সূরার প্রথম রুকূতে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এ সব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকূতে খাঁটি মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দুটি সর্ববৃহৎ-—-ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দুটির নাম উল্লেখ করা

হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয়-ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহর স্মরণের অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঞ্জেগানা নামায, কারও মতে হজ্জ ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। এই অর্থ সব কিছুতে পরিবাপ্তি।---(কুরতুবী)

সারকথা এই যে, আল্লাহর স্মরণ তথা ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল করে না, এতটুকু পর্যন্ত সাংসারিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থাকার অনুমতি আছে। সাংসারিক বিষয়াদিতে এতটুকু ডুবে যাওয়া উচিত নয় যে, ফরয ও ওয়াজিব কর্মে বিঘ্ন দেখা দেয় অথবা হারাম ও মাকরুহ কাজে লিপ্ত হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। যারা সাংসারিক কাজে এরূপ মগ্ন হয়ে পড়ে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে **أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ** অর্থাৎ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তারা পরকালের মহান ও চিরন্তন নেয়ামতসমূহের পরিবর্তে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত অবলম্বন করে। এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কি হবে ।

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধনসম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধনসম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দুটি কারণ হতে পারে। এক. আল্লাহ্ ও তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে ধন সম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, হজ্জ ইত্যাদি আর্থিক ইবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। দুই. মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ্ব আদায় করবে অথবা কাযা রোযা রাখবে। কিন্তু ধনসম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধনসম্পদ ব্যয় করে আর্থিক ইবাদতের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলঃ কোন সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেনঃ যে

সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেনঃ আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না, যখন আত্মা তোমার কণ্ঠ নালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল। এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।

فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন: যে ব্যক্তির যিম্মায় যাকাত ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ্জ ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে : আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই অর্থাৎ মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। **فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِين** – অর্থাৎ কিছু অবকাশ পেলে এমন সৎ কর্ম করে নেব, যদ্দ্বারা সৎ কর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মাকরুহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।(সুত্র: ইন্টারনেট)

অপচয় ও কৃপণতা পরিত্যাগ

সম্পদ আছে তাই বেশি ব্যয় করে অপব্যয় করা যাবে না। আবার সম্পদ ব্যয়ে কৃপণতাও করা যাবে না। দুটার মাঝে একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থাকতে হবে।
আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমে সূরা ফুরকানের 67 নাম্বার আয়াতে বলেছেন-
وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

অর্থ:
মুফতী তাকী উসমানী
এবং যারা ব্যয় করার সময় না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তা হয় উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্যমান।

'রহমান'-এর (বিশেষ) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মজ্জায় সব ব্যাপারেই নম্রতা আছে এবং তারই প্রতিক্রিয়া চলাফেরার মধ্যেও প্রকাশ পায়। এখানে শুধু চলাফেরার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অহংকারসহ নম্র চলা প্রশংসনীয় নয়। তাদের এই বিনয় নম্রতা তাদের নিজেদের কাজেকর্মে) এবং (অপরের সাথে তাদের ব্যবহার এই যে,) যখন তাদের সাথে অজ্ঞ লোকেরা (অজ্ঞতার) কথাবার্তা বলে, তখন তারা নিরাপত্তার কথা বলে। (উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের জন্য উক্তিগত অথবা কর্মগত প্রতিশোধ নেয় না। এখানে সেই কঠোরতা না করার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, যা আদব শিক্ষাদান, সংশোধন, শরীয়তের শাসন এবং আল্লাহর কালেমা সমুচ্চে রাখার জন্য করা হয়)। এবং যারা আল্লাহর সাথে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করে যে,) রাত্রিকালে আপন পালনকর্তার উদ্দেশে সিজদারত ও দণ্ডায়মান (অর্থাৎ নামাযে রত) থাকে এবং যারা আল্লাহ ও বান্দার হক আদায় করা সত্ত্বেও আল্লাহকে ভয় করে) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আযাবকে দূরে রাখ। কেননা, এর আযাব সম্পূর্ণ বিনাশ। নিশ্চয় জাহান্নাম মন্দ ঠিকানা এবং মন্দ বাসস্থান। দৈহিক আনুগত্যে তাদের এই অবস্থা) এবং (অধিক ইবাদতে তাদের অবস্থা এই যে) তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না (অর্থাৎ তার কাজে অপচয় করে না) এবং কৃপণতাও করে না (অর্থাৎ জরুরী সৎকর্মেও ব্যয় করতে ত্রুটি করে না। বিনা প্রয়োজনে সামর্থ্যের বাইরে অনুমোদিত কাজে ব্যয় করা অথবা অনাবশ্যক ইবাদতে ব্যয় করা, যার পরিণাম অধৈর্য, লোভ ও কু-নিয়ত হয়ে থাকে, এসব ও অযথা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা, এসব বিষয় শুনাহ্। যে বস্তু গুনাহর কারণ হয়, তাও গুনাহ্। কাজেই পরিণামে তাও গুনাহর কাজে ব্যয় হয়ে যায়। এমনিভাবে জরুরী ইবাদতে মোটেই ব্যয় না করার নিন্দা وَلَمْ يَقْتُرُوا থেকে জানা গেল। কারণ কম ব্যয় করা।

যখন জায়েয নয়, তখন মোটেই ব্যয় না করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কাজেই এই সন্দেহ রইল না যে, ব্যয়ে ত্রুটি করার তো নিন্দা হয়ে গেছে; কিন্তু মোটেই ব্যয় না করার কোন নিন্দা ও নিষেধাজ্ঞা হয়নি। মোটকথা তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি থেকে পবিত্র।) এবং তাদের ব্যয় করা এতদুভয়ের (অর্থাৎ ত্রুটি ও বাড়াবাড়ির) মধ্যবর্তী হয়ে থাকে। (তাদের এই অবস্থা ইবাদত পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এবং যারা (গুনাহ্ থেকে এভাবে বেঁচে থাকে যে,) আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না।

উপসংহার

দান সাদকার গুরুত্ব ও ফজিলত বলে শেষ করা যাবে না। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেভাবে চলতে আদেশ করেছেন, সেইভাবে চলাতেই আমাদের জন্য মঙ্গল। তাই আমাদের কে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী দান করতে হবে হোক তা কম বা বেশি। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বলেন, 'সুস্থতা কিংবা অভাবের সময় দানকৃত একটি দিরহাম, মৃত্যু কালে ওসিয়তকৃত শত দিরহাম থেকে উত্তম।' তিনি আরো বলেন, 'যদি সম্পদকে পোকামাকড় ও চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে চাও তাহলে সাদাকা কর।'

আবু সুফিয়ান রুআইনি রাদিয়াল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,"দুনিয়া কি?"যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন এবং প্রত্যেক বিবেকবান মানুষকে তার থেকে দূরে থাকা উচিত। তিনি বললেন, 'দুনিয়াতে যা কিছু তুমি পছন্দ করবে এবং তার দ্বারা দুনিয়া পেতে চাইবে, সেটাই নিন্দনীয়। আর দুনিয়াতে যা কিছু পছন্দ করবে ঠিক কিন্তু তা দ্বারা আখেরাত কামনা করবে, তবে তা দুনিয়া নয়।'

ধন সম্পদ যেহেতু আমাদের কাছে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ও আমানত, তাই আমাদের উচিত এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। সম্পদের হক যথাযথভাবে আদায় করা। দান সাদকাতে কৃপণতা না করা। আল্লাহ আমাদেরকে সম্পদের সঠিক ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আল্লাহতালা সুরা তাগাবুনের ১৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন-

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسۡتَطَعۡتُمۡ وَ اسۡمَعُوۡا وَ اَطِيۡعُوۡا وَ اَنۡفِقُوۡا خَيۡرًا لِّاَنۡفُسِكُمۡ ؕ وَ مَنۡ يُّوۡقَ شُحَّ نَفۡسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۶﴾

অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং তোমাদের নিজদের কল্যাণে ব্যয় কর, আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই মূলত সফলকাম। আল-বায়ান

সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন, সালামুআলাল মুরসালিন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।